BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (4TH VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : www.banglainternet.com

PART : MUKATAB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

অধ্যায় ঃ মুকাতাব[১]

١٦٠٢ بَابُ الْمُكَاتَبِ وَنُجُوْمِهِ فِى كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِى اٰتَاكُمْ وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَىَّ اِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أُكَاتِبَهُ قَالَ مَا أُرَاهُ اِلاَّ وَاجِبًا وَقَالَ عَمْرُو ابْنِ دِيْنَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ تَأْثُرُهُ عَنْ اَحَدٍ قَالَ لاَ : ثُمَّ اَخْبَرَنِى اَنَّ مُوْسَى بْنَ اَنَسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ سِيْرِيْنَ سَاَلَ اَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ ، وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ فَاَبٰى فَانْطَلَقَ اِلٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ كَاتِبْهُ فَاَبٰى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُوْ عُمَرُ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا فَكَاتَبَهُ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِنَّ بَرِيْرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِيْنُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ اَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِى خَمْسِ سِنِيْنَ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيْهَا: اَرَاَيْتِ اِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً اَيَبِيْعُكِ اَهْلُكِ فَاُعْتِقَكِ فَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِى فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا لاَ : اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ لَنَا الْوَلاَءُ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

১. মুকাতাব সে গোলামকে বলা হয়, যে তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

اِشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ

১৬০২. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতাব ও দেয় অর্থের কিস্তি প্রসংগে। প্রতি বছর এক কিস্তি করে আদায় করা। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমাদের এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র লিখতে চাইলে তাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হও, যদি তোমরা ওদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা ওদের দান করবে। (২৪ ঃ ৩৩) রাওয়াহ (র.) বলেন, ইব্ন জুরায়জ (র.) বর্ণনা করেন, আমি 'আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি আমি জানতে পারি যে, তার (গোলামের) অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তবে কি তার সাথে কিতাবতের চুক্তি করা আমার জন্য ওয়াজিব হবে? তিনি বললেন, আমি তো ওয়াজিব ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। আমর ইব্ন দীনার (র.) বলেন, আমি 'আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মতামত কি আপনি (পূর্ববর্তী) কারো কাছ থেকে বর্ণনা করছেন? তিনি বললেন না। তারপর 'আতা (র.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মূসা ইব্ন আনাস (র) তাকে অবহিত করেছেন যে, আনাস (রা)-এর কাছে তার গোলাম সীরীন মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) হওয়ার আবেদন জানালো। সে বিত্তশালী ছিল। কিন্তু আনাস (রা.) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। সীরীন তখন উমর (রা.) -এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করল। উমর (রা.) (আনাস রা.-কে) বললেন, তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হও। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। উমর (রা.) তখন তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا তোমরা তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। (২৪ ঃ ৩৩) এরপর আনাস (রা.) তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন। লায়স (র.)..... উরওয়া (র.) সূত্রে 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বারীরা (রা.) একবার মুকাতাবাতের সাহায্য চাইতে তাঁর কাছে আসলেন। প্রতিবছর এক 'উকিয়া' করে পাঁচ বছরে পাঁচ 'উকিয়া' তাকে পরিশোধ করতে হবে। তার প্রতি 'আয়িশা (রা.) আগ্রাহান্বিত হলেন। তাই তিনি বললেন, যদি আমি এককালীন মূল্য পরিশোধ করে দেই তবে কি তোমার মালিক তোমাকে বিক্রি করবে? তখন আমি তোমাকে আযাদ করে দিব এবং তোমার ওয়ালার অধিকার আমার হবে। বারীরা (রা) তার মালিকের কাছে গিয়ে উক্ত প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু তারা বলল, না; তবে যদি ওয়ালার অধিকার আমাদের হয়। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে গেলাম এবং

banglainternet.com

বিষয়টি তাঁকে বললাম। (রাবী বলেন) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা, ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করবে। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কি হল, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই! আল্লাহ্র কিতাবে নেই এমন শর্ত কেউ আরোপ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্র দেওয়া শর্তই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য।

١٦٠٣. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ شُرُوْطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فِيْهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ

১৬০৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতাবের উপর যে সব শর্ত আরোপ করা জায়িয এবং আল্লাহ্র কিতাবে নেই এমন শর্ত আরোপ করা। এ বিষয়ে ইব্ন উমর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

٢٣٩١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِىْ اِلٰى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ ، وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِى فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِاَهْلِهَا فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْتَاعِىْ فَاَعْتِقِى فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ

২৩৯১ কুতায়বা (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, বারীরা (রা.) একবার তার মুকাতাবাতের ব্যাপারে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন পর্যন্ত তিনি মুকাতাবাতের অর্থ থেকে কিছুই আদায় করেননি। 'আয়িশা (রা.) তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা সম্মত হলে আমি তোমার মুকাতাবাতের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব। আর তোমার ওয়ালার অধিকার আমার হবে। বারীরা (রা.) কথাটি তার মালিকের কাছে পেশ করলেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে আযাদ করে সাওয়াব পেতে চান, তবে করতে পারেন। ওয়ালা আমাদেরই থাকবে। 'আয়িশা (রা.) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পেশ করলে তিনি বললেন, তুমি খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে, সেই ওয়ালার অধিকারী হবে। (রাবী) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সাহাবীগণের সমাবেশে) দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কি হল, এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা

banglainternet.com

আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই। যে এমন কোন শর্ত আরোপ করবে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, তা তার জন্য প্রযোজ্য হবে না; যদিও সে শতবার শর্তারোপ করে। কেননা আল্লাহ্‌র দেওয়া শর্তই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য।

٢٣٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرَادَتْ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا عَلٰى اَنْ وَلَاءَ هَا لَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২৩৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) আযাদ করার জন্য জনৈকা বাঁদীকে খরিদ করতে চাইলেন। কিন্তু তার মালিক পক্ষ বলল, এই শর্তে (আমরা সম্মত) যে, ওয়ালা আমাদেরই থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ শর্তারোপ যেন তোমাকে তা খরিদ করতে বিরত না রাখে। কেননা ওয়ালা তারই জন্য, যে আযাদ করবে।

١٦٠٤. بَابُ اِسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

১৬০৪. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের কাছে মুকাতাবের সাহায্য চাওয়া ও যাচনা করা

٢٣٩٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ تْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ اِنِّي كَاتَبْتُ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ اَوْقِيَةٌ فَاَعِيْنِيْنِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ عدَّةً وَاحِدَةً وَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِي، فَذَهَبَتْ اِلٰى اَهْلِهَا فَاَبَوْا ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَنِي فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَاَيُّمَا شَرْطٍ كَانَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ اَعْتِقْ يَافُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ، اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

banglainternet.com

২৩৯৬ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা.) এসে বললেন, আমি প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় ওকিয়া আদায় করার শর্তে কিতাবাতের চুক্তি করেছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। 'আয়িশা (রা.) বললেন, তোমার মালিক পক্ষ সম্মত হলে আমি উক্ত পরিমাণ এককালীন দান করে তোমাকে আযাদ করতে পারি এবং তোমার ওয়ালা হবে আমার জন্য। তিনি তার মালিকের কাছে গেলেন, তারা তার এ শর্ত মানতে অস্বীকার করল। তখন তিনি বললেন, বিষয়টি আমি তাদের কাছে উত্থাপন করেছিলাম, কিন্তু ওয়ালা তাদেরই হবে, এ শর্ত ছাড়া তারা মানতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিষয়টি শুনে এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। তখন তিনি বললেন, তাকে নিয়ে নাও এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা তাদের হবে,এ শর্ত মেনে নাও, (এতে কিছু আসে যায় না।) কেননা, যে আযাদ করবে, ওয়ালা তারই হবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণের সমাবেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা পাঠ করলেন আর বললেন, তোমাদের কিছু লোকের কি হল? এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই। এমন কোন শর্ত, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে; এমনকি সে শর্ত শতবার আরোপ করলেও। কেননা আল্লাহ্র হুকুমই যথার্থ এবং আল্লাহ্র শর্তই নির্ভরযোগ্য। তোমাদের কিছু লোকের কি হল? তারা এমন কথা বলে যে, হে অমুক! তুমি আযাদ করে দাও, ওয়ালা (অভিভাবত্ব) আমারই থাকবে। অথচ যে আযাদ করবে, সে-ই ওয়ালার অধিকারী হবে।

١٦٠٥. بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ اِذَا رَضِىَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَابَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَبْدٌ اِنْ عَاشَ وَاِنْ مَاتَ وَاِنْ جَنَى بَقِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ

১৬০৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতাবের সম্মতি সাপেক্ষে তাকে বিক্রি করা। 'আয়িশা (রা.) বলেন, ধার্যকৃত অর্থের কিছু অংশও বাকী থাকবে। মুকাতাব গোলামরূপেই গণ্য হবে। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) বলেন, তার যিম্মায় এক দিরহাম অবশিষ্ট থাকলেও। (গোলাম বলে গণ্য হবে।) ইব্ন উমর (রা.) বলেন, যতক্ষণ তার যিম্মায় কিছু অংশও অবশিষ্ট থাকবে মুকাতাব গোলামরূপেই গণ্য হবে; সে বেঁচে থাকুক, বা মারা যাক কিংবা কোন ধরনের অপরাধ করুক।

২৩৯৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ بَرِيْرَةُ ذٰلِكَ

banglainternet.com

لِاَهْلِهَا فَقَالُوْا لاَ : اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيٰى فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ اَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২৩৯৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আম্‌রা বিনতে আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, বারীরা (রা.) একবার উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মালিক পক্ষ চাইলে আমি তাদের এক সাথেই তোমার মূল্য দিয়ে দিব এবং তোমাকে আযাদ করে দিব। বারীরা (রা.) মালিক পক্ষকে তা বললেন, কিন্তু জবাবে তারা বলল, তোমার ওয়ালা আমাদের থাকবে; এছাড়া আমরা সম্মত নই। (রাবী) মালিক (র.) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন, আমরা (র.) ধারণা করেন যে, 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তা উত্থাপন করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তুমি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করে।

١٦٠٦. بَابُ اِذَا قَالَ الْمُكَاتِبُ اِشْتَرِنِىْ وَاَعْتِقْنِى فَاشْتَرَاهُ لِذٰلِكَ

১৬০৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতাব যদি (কাউকে) বলে, আমাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিন, আর সে যদি ঐ উদ্দেশ্যে তাকে ক্রয় করে

٢٣٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَيْمَنُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ كُنْتُ غُلاَمًا لِعُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِثَنِىْ بَنُوْهُ وَاِنَّهُمْ بَاعُوْنِىْ مِنِ ابْنِ اَبِىْ عَمْرٍو الْمَخْزُوْمِىِّ فَاَعْتَقَنِىِ ابْنُ اَبِىْ عَمْرٍو وَاشْتَرَطَ بَنُوْ عُتْبَةَ الْوَلاَءَ فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيْرَةُ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اِشْتَرِنِىْ وَاَعْتِقِيْنِىْ، قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ لاَيَبِيْعُنِىْ حَتّٰى يَشْتَرِطُوْا وَلاَئِىْ فَقَالَتْ لَهَا لاَحَاجَةَ لِىْ بِذٰلِكَ ، فَسَمِعَ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا وَدَعِيْهِمْ يَشْتَرِطُوْا مَاشَاؤُا فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَاَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاِنِ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ

banglainternet.com

২৩৯৫ আবূ নুআঈম (র.)... আয়মান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমি উতবা ইব্ন আবূ লাহাবের গোলাম ছিলাম। সে মারা গেলে তার ছেলেরা আমার মালিক হল। আর তারা আমাকে ইব্ন আবূ আমর মাখযূমীর নিকট বিক্রি করেন। ইব্ন আবূ

আম্‌র আমাকে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু উতবার ছেলেরা ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন 'আয়িশা (রা.) বললেন, মুকাতাব থাকা অবস্থায় বারীরা (রা.) একবার তার কাছে এসে বললেন, আমাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, তাঁরা ওয়ালার শর্ত আরোপ ব্যতিরিকে আমাকে বিক্রি করবে না। তিনি বললেন, আমার তা প্রয়োজন নেই। নবী ﷺ সে কথা শুনলেন, কিংবা তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। আর 'আয়িশা (রা.) বারীরা (রা.)-কে যা বলেছিলেন তাই জানালেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও, আর তাদেরকে যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করতে দাও। পরে 'আয়িশা (রা.) তাকে খরিদ করে আযাদ করে দিলেন এবং তার মালিকপক্ষ ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, ওয়ালা তারই থাকবে, যে আযাদ করে যদিও তার মালিক পক্ষ শত শর্ত আরোপ করে থাকে।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْهِبَةِ وَ فَضْلِهَا وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهَا

অধ্যায় ঃ হিবা ও তার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

٢٣٩٦ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

২৩৯৬ আসিম ইব্‌ন আলী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ। কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনী (প্রদত্ত হাদিয়া) তুচ্ছ মনে না করে, এমন কি তা স্বল্প গোশ্‌ত বিশিষ্ট বকরীর হাঁড় হলেও।

٢٣٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ اُخْتِىْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ اَهِلَّةٍ فِى شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِى اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ يَاخَالَةُ مَاكَانَ يُعِيْشُكُمْ قَالَتِ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِيْنَا

২৩৯৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ -উওয়াসী (র.)... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার উরওয়া (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, বোনপো। আমরা (মাসের) নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না। (উরওয়া র. বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খালা। আপনারা তা হলে বেঁচে থাকতেন কিভাবে? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর আর পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখতো। অবশ্য কয়েক ঘর আনসার পরিবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু

banglainternet.com

দুধালো উটনী ও বকরী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন।

١٦٠٧. بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْهِبَةِ

১৬০৭. পরিচ্ছেদ ঃ সামান্য পরিমাণ হিবা করা

٢٣٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ اِلٰى ذِرَاعٍ اَوْ كُرَاعٍ لَاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ اَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

২৩৯৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যদি আমাকে হালাল পশুর পায়া বা হাতা খেতে আহ্বান করা হয়, তবু তা আমি গ্রহণ করব আর যদি আমাকে পায়া বা হাতা হাদিয়া দেওয়া হয়, তবে আমি তা গ্রহণ করব।

١٦٠٨. بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ اَصْحَابِهِ شَيْئًا وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِشْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ سَهْمًا

১৬০৮. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার সাথীদের কাছে কোন কিছু চায়। আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, নবী ﷺ বললেন, তোমাদের সাথে আমার জন্য এক অংশ রেখো

٢٣٩٩ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَرْسَلَ اِلٰى امْرَاَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِىْ عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا اَعْوَادَ الْمِنْبَرِ، فَاَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا قَضَاهُ اَرْسَلَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ اَرْسِلِىْ بِهِ اِلَىَّ فَجَاءُوْا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ

২৩৯৯ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.)... সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক মুহাজির[১] মহিলার কাছে নবী ﷺ লোক পাঠালেন। তাঁর এক গোলাম ছিল কাঠমিস্ত্রী। তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার গোলামকে

banglainternet.com

১. এটা আসলে রাবী আবূ গাস্সানের ভ্রম। মূলতঃ তিনি ছিলেন আনসারী মহিলা। তবে এও হতে পারে যে, কোন মুহাজির তাকে বিয়ে করেছিলেন (কাসতালানী)।

বল, সে যেন আমাদের জন্য একটা কাঠের মিম্বর বানিয়ে দেয়। তিনি তার গোলামকে নির্দেশ দিলেন। সে গিয়ে এক প্রকার গাছ কেটে এনে মিম্বার তৈরি করল। কাজ শেষ হলে তিনি নবী ﷺ-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, গোলাম তার কাজ শেষ করেছে। তিনি বললেন, সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তখন লোকেরা সেটা নিয়ে এলো। নবী ﷺ সেটা বহন করে সেখানে স্থাপন করলেন, যেখানে তোমরা (এখন) দেখতে পাচ্ছ।

٢٤٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِى مَنْزِلٍ فِى طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَازِلٌ اَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَاَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَاَبْصَرُوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَاَنَا مَشْغُوْلٌ اَخْصِفُ نَعْلِى فَلَمْ يُؤْذِنُوْنِى بِهٖ وَاَحَبُّوْا لَوْ اَنِّى اَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَاَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ اِلَى الْفَرَسِ فَاَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِى السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَاَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهٖ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَاْكُلُوْنَهُ ثُمَّ اِنَّهُمْ شَكُّوْا فِى اَكْلِهِمْ اِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرَحْنَا وَخَبَاْتُ الْعَضُدَ مَعِى فَاَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَاَكَلَهَا حَتّٰى نَقَدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَحَدَّثَنِى بِهٖ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ

২৪০০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবূ কাতাদা সালামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি মক্কার পথে কোন এক মনযিলে নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীর সংগে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের অগ্রবর্তী কোন যমীনে অবস্থান করেছিলেন। সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আমি শুধু ইহরাম ছাড়া ছিলাম। তাঁরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আমি তখন আমার জুতা মেরামত করছিলাম। তাঁরা আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন নি। অথচ সেটি আমার নযরে পড়ুক তাঁরা তা চাচ্ছিলেন। আমি হঠাৎ সেদিকে তাকালাম, সেটা আমার নযরে পড়লো। তখন আমি উঠে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং জীন লাগিয়ে তাতে সাওয়ার হলাম। কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিতে ভুলে গেলাম। তখন তাঁদের বললাম, চাবুক আর বর্শাটা আমাকে তুলে দাও। কিন্তু তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র কসম। গাধা শিকার করার ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন সাহায্যই করব না। আমি তখন রাগ করে নেমে এলাম এবং সে দু'টি তুলে নিয়ে সাওয়ার হলাম। আর গাধাটা আক্রমণ করে যখম

banglainternet.com

করলাম। এতে সেটি মারা গেল। এরপর সেটাকে নিয়ে আসলাম। (পাকানোর পর) তারা সেই গাধার গোশত খেতে লাগলেন। পরে তাদের মনে ইহরাম অবস্থায় তা খাওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। কিছু সময় পর আমরা যাত্রা শুরু করলাম। এক ফাঁকে আমি আমার কাছে গাধার একটি হাতা লুকিয়ে রেখেছিলাম। (পথে) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়ে সেই গোশত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের সাথে সেটার গোশতের কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। এরপর হাতাখানা তাঁকে দিলে তিনি ইহরাম অবস্থায় তার সবটুকু খেলেন। এ হাদীসটি যায়দ ইব্ন আসলাম (রা.)। 'আতা' ইব্ন ইয়াসার (র.)-এর মাধ্যমে আবূ কাতাদা (রা.) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

١٦٠٩. بَابُ مَنِ اسْتَسْقَى وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اِسْقِنِى

১৬০৯. পরিচ্ছেদ ঃ পানি চাওয়া। সাহল (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে পান করাও

٢٤٠١ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ طُوَالَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى دَارِنَا هٰذِهِ فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا شَاةً لَنَا ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هٰذِهِ فَاَعْطَيْتُهُ وَاَبُوْبَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَاَعْرَابِىٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ هٰذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَاَعْطَى الْاَعْرَابِىَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنُوْنَ الْاَيْمَنُوْنَ، الاَفَيَمِّنُوْا، قَالَ اَنَسٌ فَهِىَ سُنَّةٌ فَهِىَ سُنَّةٌ

২৪০১ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এই ঘরে আগমন করেন এবং কিছু পান করতে চাইলেন। আমরা আমাদের একটা বকরীর দুধ দোহন করে তাতে আমাদের এই কুয়ার পানি মিশালাম। তারপর তা সম্মুখে পেশ করলাম। এ সময় আবূ বকর (রা.) ছিলেন তাঁর বামে, উমর (রা.) ছিলেন তাঁর সম্মুখে, আর এক বেদুঈন ছিলেন তাঁর ডানে। তিনি যখন পান শেষ করলেন, তখন উমর (রা.) বললেন, ইনি আবূ বকর (তাঁকে দিন); কিন্তু রাসূল ﷺ বেদুঈনকে তার অবশিষ্ট পানি দান করলেন। এরপর বললেন, ডান দিকের লোকদেরই (অগ্রাধিকার) ডান দিকের লোকদের (অগ্রাধিকার) শোন! ডান দিক থেকেই শুরু করবে। আনাস (রা.) বলেন, এই সুন্নাত। এই সুন্নাত, তিনবার বললেন।

banglainternet.com

١٦١٠. بَابُ قَبُوْلِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ وَقَبِلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَبِى قَتَادَةَ عُضْوَ الصَّيْدِ

১৬১০. পরিচ্ছেদ ঃ শিকারের গোশ্ত হাদিয়াস্বরূপ গ্রহণ কর। আবূ কাতাদা (রা.) থেকে নবী ﷺ শিকারকৃত পশুর একটি বাহু গ্রহণ করে ছিলেন।

٢٤٠٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَنْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوْا فَاَدْرَكْتُهَا فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُ بِهَا اَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِوَرِكِهَا اَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ فَخِذَيْهَا لاَ شَكَّ فِيْهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَاَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ قَبِلَهُ

২৪০২ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার অদূরে) মার্‌রায্ যাহারান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ তাড়া করলাম। লোকেরা সেটার পিছনে ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমি সেটাকে নাগালে পেয়ে ধরে আবূ তালহা (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি সেটাকে যবেহ্ করে তার পাছা অথবা রাবী বলেন, দু'উরু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে পাঠালেন। শু'বা (র.) বলেন, দু'টি উরুই পাঠিয়ে ছিলেন, এ শব্দের বর্ণনায় কোন সন্দেহ নেই। তখন নবী ﷺ তা গ্রহণ করেছিলেন। রাবী বলেন, আমি শু'বা (র.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি তা খেয়েছিলেন? তিনি বললেন। হ্যাঁ, খেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, নবী ﷺ তা গ্রহণ করেছিলেন।

٢٤٠٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُ اَهْدَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَاٰى مَافِيْ وَجْهِهِ قَالَ اَمَا اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنَّا حُرُمٌ

২৪০৩ ইসমাঈল (র.)..... সা'আব ইব্ন জাস্‌সামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (সা'আব ইব্ন জাস্‌সামা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য একটি বন্য গাধা হাদিয়া পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আবওয়া কিংবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে ছিলেন। তিনি হাদিয়া তাকে ফেরত পাঠালেন। পরে তার মুখমণ্ডলের বিষণ্নতা লক্ষ্য করে বললেন, শুন! আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি, তা না হলে তোমার হাদিয়া ফেরত দিতাম না।

١٦١١. بَابُ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ

banglainternet.com

১৬১১. পরিচ্ছেদ ঃ হাদিয়া গ্রহণ করা

٢٤٠٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَتَّبِعُوْنَ اَوْ يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪০৪ ইবরাহীম ইবন মূসা (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার জন্য 'আয়িশা (রা.)-এর নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। এতে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করত।

٢٤٠٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَهْدَتْ اُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَقِطًا وَسَمْنًا وَاَضُبًّا فَاَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْاَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الْاَضُبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا اُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪০৫ আদম ইবন আবূ ইয়াস (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন আব্বাসের খালা উম্মু হুফায়দ (রা.) একবার নবী ﷺ-এর খিদমতে পনীর, ঘি ও গুইসাপ হাদিয়া পাঠালেন। কিন্তু নবী ﷺ শুধু পনীর ও ঘি খেলেন আর গুইসাপ রুচি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে রেখে দিলেন। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দস্তরখানে (গু-সাপ) খাওয়া হয়েছে। যদি তা হারাম হতো তা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দস্তরখানে তা খাওয়া হত না।

٢٤٠٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِطَعَامٍ سَاَلَ عَنْهُ اَ هَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ فَاِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَاْكُلْ وَاِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَاَكَلَ مَعَهُمْ

২৪০৬ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে কোন খাবার আনা হলে তিনি জানতে চাইতেন, এটা হাদিয়া, না সাদকা? যদি বলা হতো, সাদকা তা হলে সাহাবীদের তিনি বলতেন, তোমরা খাও। কিন্তু তিনি খেতেন না। আর যদি বলা হতো হাদিয়া। তাহলে তিনিও হাত বাড়াতেন এবং তাদের সাথে খাওয়ায় শরীক হতেন।

banglainternet.com

٢٤٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

২৪০৭ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর খিদমতে কিছু গোশত আনা হলো এবং বলা হলো যে, এটা আসলে বারীরার কাছে সাদকারূপে এসেছিল। তখন তিনি বললেন, এটা তার জন্য সাদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া।

٢٤٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ وَاَنَّهُمْ اِشْتَرَطُوْا وَلاَءَ هَا فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَقِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هٰذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ زَوْجُهَا حُرٌّ اَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَاَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لاَ اَدْرِيْ حُرٌّ اَوْ عَبْدٌ -

২৪০৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরা (রা.)-কে (আযাদ করার উদ্দেশ্যে) খরিদ করার ইচ্ছা করলে তার মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্তারোপ করল। তখন বিষয়টি নবী ﷺ -এর সামনে আলোচিত হল। নবী ﷺ বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে, সেই ওয়ালা লাভ করবে। 'আয়িশা (রা.)-এর জন্য কিছু গোশত হাদিয়া পাঠানো হল। নবী ﷺ -কে বলা হল যে, এ গোশত বারীরাকে সাদকা করা হয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, এটা তার জন্য সাদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। তাকে (বারীরাকে তার স্বামীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার) ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হল। (রাবী) আবদুর রাহমান (র.) বলেন, তার স্বামী তখন আযাদ কিংবা গোলাম ছিল? শু'বা (র.) বলেন, পরে আমি আবদুর রহমান (র.)-কে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি জানি না, সে আযাদ ছিল না গোলাম ছিল।

٢٤٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ اَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لاَ اِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ اُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِيْ بَعَثْتَ اِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا

BanglaInternet.com

২৪০৯ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র.) ..... উম্মু আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না; তবে সে বকরীর কিছু গোশ্ত উম্মু আতিয়্যা পাঠিয়েছেন, যা আপনি তাকে সাদকা স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, সাদকা তো যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছে (অর্থাৎ এটা এখন তার মালিকানায়, সুতরাং আমাদের জন্য সেটা সাদকা নয়, হাদিয়া)।

١٦١٢. بَابُ مَنْ اَهْدَى اِلٰى صَاحِبِهٖ وَتَحَرّٰى بَعْضَ نِسَائِهٖ دُوْنَ بَعْضٍ

১৬১২. পরিচ্ছেদ ঃ সংগীকে হাদিয়া দিতে গিয়ে তার কোন স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত দিনে অপেক্ষা করা

٢٤١٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِيْ وَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِنَّ صَوَاحِبِيْ اِجْتَمَعْنَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهَا

২৪১০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার বিষয় আমার জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। উম্মু সালামা (রা.) বলেন, আমার সতিনগণ (এ বিষয় নিয়ে আমার ঘরে) একত্রিত হলেন। ফলে উম্মু সালামা (রা.) বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করলেন, কিন্তু তিনি জওয়াব দিলেন না।

٢٤١١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ نِسَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيْهِ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْاٰخَرُ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ قَدْ عَلِمُوْا حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَائِشَةَ فَاِذَا كَانَتْ عِنْدَ اَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيْدُ اَنْ يُهْدِيَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَهَا حَتّٰى اِذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُهْدِيَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهَا اِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوْتِ نِسَائِهِ فَكَلَّمَتْهُ اُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَاَلْنَهَا فَقَالَتْ مَاقَالَ لِيْ شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيْهِ قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِيْنَ دَارَ اِلَيْهَا فَلَمْ يَقُلْ

BanglaInternet.com

لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِيْ شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيْهِ حَتّٰى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ اِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا لاَ تُؤْذِيْنِى فِى عَائِشَةَ فَاِنَّ الْوَحْىَ لَمْ يَأْتِنِى وَاَنَا فِى ثَوْبِ امْرَاَةٍ اِلاَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اَذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلْنَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَقُوْلُ اِنَّ نِسَاءَ كَ يَنْشُدْنَكَ اللّٰهَ الْعَدْلَ فِى بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ يَابُنَيَّةُ : اَلاَ تُحِبِّيْنَ مَااُحِبُّ فَقَالَتْ بَلٰى فَرْجَعَتْ اِلَيْهِنَّ فَاَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ ارْجِعِيْ اِلَيْهِ فَاَبَتْ اَنْ تَرْجِعَ فَاَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَاَتَتْهُ فَاَغْلَظَتْ وَقَالَتْ اِنَّ نِسَائَكَ يَنْشُدْنَكَ اللّٰهَ الْعَدْلَ فِى بِنْتِ ابْنِ اَبِى قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتّٰى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِىَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتّٰى اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيَنْظُرُ اِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلٰى زَيْنَبَ حَتّٰى اَسْكَتَتْهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى عَائِشَةَ ، وَقَالَ اِنَّهَا بِنْتُ اَبِى بَكْرٍ وَقَالَ اَبُوْ مَرْوَانَ الْغَسَّانِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ فَاطِمَةُ

২৪১১ ইসমাঈল (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন 'আয়িশা, হাফসা, সাফিয়্যা ও সাওদা (রা.), অপর দলে ছিলেন উম্মু সালামা (রা.) সহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ। 'আয়িশা (রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিশেষ ভালোবাসার কথা সাহাবীগণ জানতেন। তাই তাদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু হাদিয়া পাঠাতে চাইলে তা বিলম্বিত করতেন। যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করতেন সেদিন হাদিয়া দানকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে তা পাঠিয়ে দিতেন। উম্মু সালামা (রা.)-এর দল তা নিয়ে আলোচনা করলেন। উম্মু সালামা (রা.)-কে তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (এ বিষয়ে) আপনি আলাপ করুন। তিনি যেন লোকদের বলে দেন যে, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাদিয়া পাঠাতে চান, তারা যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন, যে স্ত্রীর ঘরেই তিনি থাকুননা কেন। উম্মু সালামা (রা.) তাদের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কোন জওয়াব দিলেন না। পরে সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না। তখন তাঁরা তাকে বললেন, আপনি তার সাথে আবার আলাপ করুন।

('আয়িশা) বলেন, যেদিন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তাঁর (উম্মু সালামার) ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি আবার তাঁর কাছে আলাপ তুললেন। সেদিনও তিনি তাকে কিছু বললেন না। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমাকে তিনি কিছুই বলেননি। তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, তিনি কোন জওয়াব না দেওয়া পর্যন্ত আপনি বলতে থাকুন। তিনি (নবী ﷺ) তার ঘরে গেলে আবার তিনি তাঁর কাছে সে প্রসংগ তুললেন। এবার তিনি তাকে বললেন, 'আয়িশা (রা)-এর ব্যাপার নিয়ে আমাকে কষ্ট দিও না। মনে রেখো, 'আয়িশা (রা.) ছাড়া আর কোন স্ত্রীর বস্ত্রাচ্ছাদনে থাকা অবস্থায় আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি। ('আয়িশা রা.) বলেন, একথা শুনে তিনি (উম্মু সালামা রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে কষ্ট দেওয়ার (অপরাধ) থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে তাওবা করছি। তারপর সকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা.)-কে এনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একথা বলার জন্য পাঠালেন যে, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আবূ বকর (রা.)-এর কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানাচ্ছেন। (ফাতিমা রা.) তাঁর কাছে বিষয়টি তুলে ধরলেন। তখন তিনি বললেন, প্রিয় কন্যা! আমি যা পসন্দ করি, তাই কি তুমি পসন্দ কর না? তিনি বললেন, অবশ্যই করি। তারপর তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে (আদ্যোপান্ত) অবহিত করলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, তুমি আবার যাও। কিন্তু এবার তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তখন তারা যায়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে পাঠালেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেন, এবং বললেন, আপনার স্ত্রীগণ! আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে ইব্ন আবূ কুহাফার (আবু বক্র রা.)-এর কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানাচ্ছেন। এরপর তিনি গলার স্বর উঁচু করলেন। এমনকি 'আয়িশা (রা)-কে জড়িয়েও কিছু বললেন। 'আয়িশা (রা.) সেখানে বসা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আয়িশা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তিনি কিছু বলেন কিনা। (রাবী উরওয়া রা.) বলেন, 'আয়িশা (রা.) যয়নাব (রা.) -এর কথার প্রস্তুতি বাদে কথা বলতে শুরু করলেন এবং তাকে চুপ করে দিলেন। 'আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ তখন 'আয়িশা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ হচ্ছে আবু বকর (রা.)-এর কন্যা। আবু মারওয়ান গাস্সানী (রা.) হিশাম এর সূত্রে উরওয়া (র.) থেকে বলেন, লোকেরা তাদের হাদিয়াসমূহ নিয়ে 'আয়িশা (রা.)-এর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। অন্য সনদে হিশাম (র.) মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম, এমন সময় ফাতিমা (রা.) অনুমতি চাইলেন।

١٦١٣. بَابُ مَا لاَ يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ

১৬১৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে সব হাদিয়া ফিরিয়ে দিতে নেই

٢٤١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِىْ طِيْبًا قَالَ كَانَ اَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَيَرُدُّ الطِّيْبَ قَالَ وَزَعَمَ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ

২৪১২ আবূ মা'মার (র.).... আয্‌রা ইব্‌ন সাবিত আনসারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন ছুমামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)-এর কাছে গেলাম, তিনি আমাকে সুগন্ধি দিলেন এবং বললেন আনাস (রা.) কখনো সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি আরো বলেন, আর আনাস (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না

١٦١٤. بَابُ مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

১৬১৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে বস্তু কাছে নেই, তা হিবা করা যিনি জায়িয মনে করেন

٢٤١٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ اَنَّ الْمِسْوَرَ ، بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَ مَرْوَانَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهِ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا لَكَ

২৪১৩ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র.).... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) ও মারওয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। তখন তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, তোমার ভাইয়েরা আমাদের কাছে তওবা করে (মুসলমান হয়ে) এসেছে। আমি তাদেরকে ফেরত দিয়ে তাদের যুদ্ধবন্দীদের দেওয়া সংগত মনে করছি। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে করতে চায় তারা যেন তা করে। আর যে নিজের অংশ রেখে দিতে চায়, এভাবে প্রথম যে ফায়[১] আল্লাহ্ আমাদের দান করবেন সেখান থেকে তার হিস্‌সা আদায় করে দিব। (সে যেন তা করে) তখন সকলেই বললেন, আমরা আপনার সন্তুষ্টির জন্য তা করলাম।

١٦١٥. بَابُ الْمُكَافَاَةِ فِى الْهِبَةِ

১৬১৫. পরিচ্ছেদ ঃ হিবার প্রতিদান দেওয়া

banglainternet.com

٢٤١٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ

১. বিনা যুদ্ধে লব্ধ পরিত্যাক্ত শত্রু সম্পত্তি

اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَذْكُرْ وَكِيْعٌ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

২৪১৪ মুসাদ্দাদ (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদিয়া কবূল করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, ওয়াকী' ও মুহাযির (র.) হিশাম তার পিতা সূত্রে 'আয়িশা (রা.) থেকে উল্লেখ করেননি :

١٦١٦. بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ ، وَاِذَا اَعْطٰى بَعْضَ وَلَدِهٖ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتّٰى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْاٰخَرِيْنَ مِثْلَهُ وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَهَلْ لِلْوَالِدِ اَنْ يَرْجِعَ فِيْ عَطِيَّتِهٖ ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهٖ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ يَتَعَدّٰى وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيْرًا ثُمَّ اَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ اِصْنَعْ بِهٖ مَا شِئْتَ

১৬১৬. পরিচ্ছেদ ঃ সন্তানকে কোন কিছু দান করা। কোন এক সন্তানকে কিছু দান করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না ইনসাফের সাথে অন্য সন্তানদের সমভাবে দান করা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উক্ত পিতার বিরুদ্ধে কারো সাক্ষী দেওয়া চলবে না। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সন্তানদেরকে কিছু দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করো। কিছু দান করে পিতার পক্ষে ফেরত নেওয়া বৈধ কি? পুত্রের সম্পদ থেকে ন্যায় সংগতভাবে পিতা খেতে পারবে, তবে সীমা লংঘন করবে না। নবী ﷺ একবার উমর (রা.)-এর কাছ থেকে একটি উট খরিদ করলেন, পরে ইব্ন উমরকে তা দান করে বললেন, এটা যে কোন কাজে লাগাতে পারো।

٢٤١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلاَمًا فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْهُ

banglainternet.com

২৪১৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).... নু'মান বিন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন এবং বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম

দান করেছি। তখন (তিনি) নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না (তা করিনি)? তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফেরত নাও।

١٦١٧. بَابُ الْاِشْهَادِ فِى الْهِبَةِ

১৬১৭. পরিচ্ছেদ ঃ হিবার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা

٢٤١٦ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اَعْطَانِى اَبِىْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّى اَعْطَيْتُ ابْنِىْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَاَمَرَتْنِى اَنْ اُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

২৪১৬ হামীদ ইব্ন উমর (র.).....'আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইব্ন বশীর (রা.)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আম্‌রা বিন্‌ত রাওয়াহা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাক্ষী রাখা ছাড়া (এ দানে) সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে হাযির হয়ে আরয করলেন, আমরা বিন্‌তে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। কিন্তু ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আমাকে বলেছে, আপনাকে সাক্ষী রাখতে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ ধরনের দান করেছ? তিনি (বশীর) বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো। (নু'মান রা.) বলেন, এরপর তিনি ফিরে এসে তার দান প্রত্যাহার করলেন।

١٦١٨. بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لِاِمْرَاَتِهِ وَالْمَرْاَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ جَائِزَةٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لاَ يَرْجِعَانِ وَاسْتَاذَنَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءَهُ فِى اَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِيْمَنْ قَالَ لِاِمْرَاَتِهِ هَبِىْ لِىْ بَعْضَ صَدَاقِكِ اَوْ كُلَّهُ ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيْهِ ، قَالَ يَرُدُّ اِلَيْهَا اِنْ كَانَ خَلَبَهَا

banglainternet.com

وَاِنْ كَانَتْ اَعْطَتْهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِى شَىْءٍ مِنْ اَمْرِهِ خَدِيْعَةٌ جَازَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيًّا مَرِيْئًا

১৬১৮. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দান করা। ইবরাহীম (র.) বলেছেন, এরূপ দান বৈধ। আর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) বলেছেন, (এ ধরনের দান পরে) তারা প্রত্যাহার করতে পারবে না। নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের কাছে 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণের অনুমতি চেয়েছিলেন। নবী ﷺ বলেছেন, যে আপন দান ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পুনরায় খায়। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমাকে তোমার মাহরের কিছু অংশ বা সবটকু দান করে দাও। অথচ সে দান করার কিছু (দিন বা সময়) পরেই তাকে তালাক দিয়ে বসে, আর স্ত্রীও তার দান ফেরত দাবী করে তাহলে তাকে তা ফেরত দিতে হবে; যদি প্রতারণার উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকে। আর যদি সে খুশী মনে দান করে থাকে, আর স্বামীর আচরণেও প্রতারণা না থাকে তাহলে বৈধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ পরে যদি তারা তার কিছু অংশ দান করে দেয় তবে স্বাচ্ছন্দে ও তৃপ্তিভরে তা আহার কর। (৪ ঃ ৪)

٢٤١٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اِسْتَاْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِىْ بَيْتِى فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْاَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَاقَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِى وَهَلْ تَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِىْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ

২৪১৭ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).... 'আয়িশা (রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কষ্ট বেড়ে গেল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের কাছে আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তারা তাঁকে সম্মতি দিলেন। তারপর একদিন দু' ব্যক্তির উপর ভর করে বের হলেন, তখন তার উভয় কদম মুবারক মাটি স্পর্শ করছিল। তিনি আব্বাস (রা) ও আরেক ব্যক্তির মাঝে ভর দিয়ে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ (র.) বলেন, 'আয়িশা (রা.) যা বলেন,তা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে আরয করলাম, তিনি তখন আমাকে বললেন, জানো, 'আয়িশা (রা) যার নাম উল্লেখ করলেন না, তিনি কে? আমি বললাম, না (জানি না)। তিনি বললেন, তিনি হলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)।

banglainternet.com

٢٤١٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اِبْنُ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ

২৪১৮ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে তার দান ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে এরপর পুনরায় খায়।

١٦١٩. بَابُ هِبَةِ الْمَرْاَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا اِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ اِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيْهَةً فَاِذَا كَانَتْ سَفِيْهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ

১৬১৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলার জন্য স্বামী থাকা অবস্থায় স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দান করা বা গোলাম আযাদ করা; যদি সে নির্বোধ না হয় তবে জায়িয, আর নির্বোধ হলে জায়িয নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ নির্বোধদের হাতে তোমরা নিজেদের সম্পদ তুলে দিও না। (৪ঃ৫)

٢٤١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ مَالٌ اِلَّا مَا اَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَاَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِيْ وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ عَلَيْكِ

২৪১৯ আবূ 'আসিম (র.).... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুবায়ের (রা.) আমার কাছে যে ধন-সম্পদ রাখেন, সেগুলো ছাড়া আমার নিজস্ব কোন ধন-সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় আমি কি (তা থেকে) সাদকা করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ সাদকা করতে পার। লুকিয়ে রাখবে না। তাহলে তোমার ক্ষেত্রে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) লুকিয়ে রাখা হবে।

٢٤٢٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنْفِقِيْ وَلَا تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ

banglainternet.com

২৪২০ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র.).... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করো, আর হিসাব করতে যেওনা, তাহলে আল্লাহ্ তোমার বেলায় হিসাব করে দিবেন। লুকিয়ে রাখবে না, তবে আল্লাহ্‌ও তোমার বেলায় লুকিয়ে রাখবেন।

٢٤٢١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ اَشَعَرْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي اَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِي قَالَ اَوَ فَعَلْتِ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اَمَا اِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ اَعْتَقَتْ

২৪২১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.)..... মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর অনুমিত না নিয়ে তিনি আপন বাঁদীকে আযাদ করে দিলেন। তারপর তার ঘরে নবী ﷺ -এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি জানেন আমি আমার বাঁদী আযাদ করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি তা করেছ? মায়মূনা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শুনো! তুমি যদি তোমার মামাদেরকে এটা দান করতে তাহলে তোমার জন্য তা অধিক পুণ্যের হত। অন্য সনদে বাকর ইব্ন মুযার (র.)---- কুরায়ব (র.) থেকে বর্ণিত যে, মায়মূনা (রা.) গোলাম আযাদ করেছেন।

٢٤٢٢ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَاَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذٰلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪২২ হিব্বান ইব্ন মূসা (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরের ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মাঝে কুরআর প্রক্রিয়া গ্রহণ করতেন। যার নাম আসতো তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হতেন। এছাড়া প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একদিন এক রাত নির্ধারিত করে দিতেন। তবে সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.) নিজের অংশের দিন ও রাত নবী ﷺ -এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা.)-কে দান করেছিলেন। এর দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সন্তুষ্টি কামনা করতেন।

١٦٢٠. بَابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ وَقَالَ بَكْرٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ اَخْوَالِكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ

banglainternet.com

১৬২০. পরিচ্ছেদ ঃ হাদিয়া দানের ক্ষেত্রে কাকে প্রথমে দিবে? বকর (র.)..... ইব্ন আব্বাস (রা.) -এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা.) তার এক বাঁদীকে আযাদ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাকে বললেন, তুমি যদি একে তোমার মামাদের কাউকে দিয়ে দিতে তবে তোমার সওয়াব বেশী হত।

٢٤٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

২৪২৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। এ দু'জনের কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি ইরশাদ করলেন, এ দুয়ের মাঝে যার দরজা তোমার অধিক নিকটবর্তী।

١٦٢١. بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشْوَةً

১৬২১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কারণে হাদিয়া গ্রহণ না করা। উমর ইব্ন আবুল আযীয (র.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে হাদিয়া (প্রকৃতই) হাদিয়া ছিল, কিন্তু আজকাল তা উৎকোচে পরিণত হয়েছে।

٢٤٢٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِىَّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يُخْبِرُ اَنَّهُ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ فَقَالَ صَعْبٌ فَلَمَّا عَرَفَ فِىْ وَجْهِىْ رَدَّهُ هَدِيَّتِىْ قَالَ لَيْسَ بِنَارُدٍّ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ

২৪২৪ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী সাআব ইব্ন জাছ্ছামা লাইছী (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তিনি একটি বন্য গাধা হাদিয়া দিয়েছিলেন। তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় আবওয়াহ কিংবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাই তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। সাআব (রা.) বলেন, যখন তিনি

banglainternet.com

আমার চেহারায় হাদিয়া ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি বললেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি। এ কারণ ব্যতীত তোমার হাদিয়া ফিরিয়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই।

٢٤٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْاُتَبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِيَ لِيْ قَالَ فَهَلاَّ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ بَيْتِ اُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَاْخُذُ اَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا

২৪২৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.)..... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আযদ গোত্রের ইব্‌ন উতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সাদকা সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের (অর্থাৎ সাদকার মাল) আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে তার বাবার ঘরে কিংবা তার মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না? তখন সে দেখত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কিনা? যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, সাদকার মাল থেকে সামান্য পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে কিয়ামতের দিন হাযির হবে। সে মাল যদি উট হয় তাহলে তা তার আওয়াজে, আর যদি গাভী হয় তাহলে হাম্বা হাম্বা রবে আর যদি বকরী হয় তাহলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ রবে (আওয়াজ করতে থাকবে)। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দু'হাত এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিন বার বললেন, হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ্ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ?

١٦٢٢. بَابُ اِذَا وَهَبَ هِبَةً اَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ اَنْ تَصِلَ اِلَيْهِ وَ قَالَ عُبَيْدَةُ اِنْ مَاتَ وَ كَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِّلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِيْ اَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ اَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ اِذَا قَبَضَهَا الرَّسُوْلُ

১৬২২ পরিচ্ছেদ ঃ হাদিয়া পাঠিয়ে কিংবা পাঠানোর ওয়াদা করে তা পৌঁছানোর আগেই মারা গেলে। আবীদা (র.) বলেন, দানকারী ব্যক্তি হাদিয়া সামগ্রী পৃথক করে হাদিয়া প্রাপকের জীবদ্দশায় মারা গেলে তা হাদিয়া প্রাপকের ওয়ারিসদের হক হবে। (যদি প্রাপক ইতিমধ্যে মারা গিয়ে থাকে) আর পৃথক না করে থাকলে হাদিয়া দাতার ওয়ারিসদের হক

banglainternet.com

হবে। আর হাসান (র.) বলেছেন, উভয়ের যে কোন একজন মারা গেলে এবং প্রাপক কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি উক্ত হাদিয়া সামগ্রী নিজ অধিকারে নিয়ে নিলে তা প্রাপকের ওয়ারিসদের হক হবে।

٢٤٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتّٰى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ اَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِيْ فَحَثٰى لِيْ ثَلاَثًا

২৪২৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, বাহরাইন থেকে (জিযিয়া লব্ধ) মাল এসে পৌঁছলে তোমাকে আমি এভাবে (অঞ্জলী ভরে) তিন বার দিব, কিন্তু বাহরাইনের মাল আসার পূর্বেই নবী ﷺএর ওফাত হল। পরে আবূ বকর (রা.)-এর নির্দেশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা দিল; নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে কারো জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকলে কিংবা কারো কোন ঋণ থাকলে সে যেন আমার কাছে আসে। এ ঘোষণা শুনে আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে নবী ﷺ (বাহরাইনের সম্পদ এলে কিছু) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন তিনি আমাকে অঞ্জলী ভরে তিনবার দান করলেন।

١٦٢٣. بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ عَلٰى بَكْرٍ صَعْبٍ فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ

১৬২৩. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম বা অন্যান্য সামগ্রী কিভাবে অধিকারে আনা যায়। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, আমি এক অবাধ্য উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। নবী ﷺ সেটি খরিদ করে বললেন, হে আবদুল্লাহ্! এটি তোমার।

٢٤٢٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاْنَا هٰذَا لَكَ ، قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ

banglainternet.com

২৪২৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার কিছু কবা' (পোশাক বিশেষ) বণ্টন করলেন। কিন্তু মাখরামাকে তা থেকে একটিও দিলেন না। মাখরামা (রা.) তখন (ছেলেকে) বললেন, প্রিয় বৎস! আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে নিয়ে চল। (মিসওয়ার রা. বলেন) আমি তার সঙ্গে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও, ভেতরে গিয়ে তাঁকে আমার জন্য আহ্বান জানাও। (মিসওয়ার রা.) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আহ্বান জানালাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর কাছে একটি করা ছিল। তিনি বললেন, এটা আমি তোমার জন্য হিফাযত করে রেখে দিয়েছিলাম। মাখরামা (রা.) সেটি তাকিয়ে দেখলেন। নবী ﷺ বললেন, মাখরামা খুশী হয়ে গেছে।

١٦٢٤. بَابٌ اِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الْاٰخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

১৬২৪. পরিচ্ছেদ ঃ হাদিয়া পাঠালে অপরজন গ্রহণ করলাম (একথা) না বলেই যদি তা নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়

٢٤٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ وَقَعْتُ بِاَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرٌ اِذْهَبْ فَقَالَ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهٖ قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ مِنَّا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَابَيْنَ لَا بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ

২৪২৮ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব (র.)..... আবূ হরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল এবং বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি? সে বলল, রমাযানে (দিবাভাগে) আমি স্ত্রী সম্ভোগ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোন গোলামের ব্যবস্থা করতে পারবে? সে বলল না, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিমধ্যে জনৈক আনসারী এক আরক খেজুর নিয়ে হাযির হল। আরক হল নির্দিষ্ট মাপের খেজুরপাত্র। তখন তিনি বললেন, যাও, এটা নিয়ে গিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত কাউকে সাদকা

banglainternet.com

করে দিব? যিনি আপনাকে সত্যাসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম কংকরময় মরুভূমির মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ মদীনায়) আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কোন ঘর নেই। শেষে তিনি (নবী ﷺ) বললেন, আচ্ছা, যাও এবং তা তোমার পরিবার-পরিজনদের খাওয়াও।

١٦٢٥. بَابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ هُوَ جَائِزٌ ، وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ قَالَ جَابِرٌ قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي

১৬২৫. পরিচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তির কাছে প্রাপ্য ঋণ অন্য কে দান করে দেওয়া। শু'বা (র.) হাকাম (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তা জায়িয। হাসান ইব্ন আলী (রা.) তার পাওনা টাকা এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন। নবী ﷺ বলেছেন, কারো যিম্মায় কোন হক থাকলে তার কর্তব্য সেটা পরিশোধ করে দেওয়া, কিংবা হকদারের নিকট থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া। জাবির (রা.) বলেন, আমার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলেন। তখন নবী ﷺ আমার বাগানের খেজুরের বিনিময়ে তার পিতাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিতে পাওনাদারদেরকে বললেন

٢٤٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَلَكِنْ قَالَ سَأَغْدُو عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ اسْمَعْ وَهُوَ جَالِسٌ يَا عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ لَا تَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২৪২৯ আবদান (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা শহীদ হলেন। পাওনাদাররা তাদের পাওনা আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করল। তখন

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে হাযির হয়ে তাঁকে এ বিষয়ে বললাম। তখন তিনি তাদেরকে আমার বাগানের খেজুর নিয়ে আমার পিতাকে অব্যাহতি দিতে বললেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বাগান তাদের দিলেন না এবং তাদের ফল কাটতেও দিলেন না। বরং তিনি বললেন, আগামীকাল ভোরে আমি তোমাদের কাছে যাবো। জাবির (রা.) বলেন, পরদিন ভোরে তিনি আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং খেজুর বাগানে ঘুরে ঘুরে ফলের বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর আমি ফল কেটে এনে তাদের পাওনা পরিশোধ করলাম। তারপরও সেই ফলের কিছু অংশ রয়ে গেল। পরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরকে বললেন, শোন হে উমর! তখন তিনিও সেখানে বসা ছিলেন। উমর (রা.) বললেন, আমরা কি আগে থেকেই জানি না যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল? আল্লাহ্র কসম, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

١٦٢٦. بَابُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِيْ عَائِشَةَ بِالْغَابَةِ وَقَدْ أَعْطَانِيْ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ أَلْفٍ فَهُوَ لَكُمَا

১৬২৬. পরিচ্ছেদ ঃ একজন কর্তৃক এক দলকে দান করা। আসমা (রা.) কাসিম ইবন মুহাম্মদ এবং ইব্ন আবূ আতীক (র.)-কে বলেছেন, আমি আমার বোন 'আয়িশা (রা.) -এর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে গাবাহ নামক স্থানে কিছু (সম্পত্তি) পেয়েছি। আর মু'আবিয়া (রা.) আমাকে (এর বিনিময়ে) এক লাখ দিরহাম দিয়েছিলেন। এগুলো তোমাদের দু'জনের।

٢٤٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ إِنْ أَذِنْتَ لِيْ أَعْطَيْتُ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ مَاكُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَحَدًا فَتَلَّهُ فِيْ يَدِهِ

২৪৩০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র.).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে কিছু পানীয় হাযির করা হল। সেখান থেকে কিছু তিনি নিজে পান করলেন। তাঁর ডান পার্শ্বে ছিল এক যুবক আর বাম পার্শ্বে ছিলেন বয়োবৃদ্ধগণ। তখন তিনি যুবককে বললেন, তুমি আমাকে অনুমতি দিলে এদেরকে আমি দিতে পারি। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার (বরকত) থেকে আমার প্রাপ্য হিস্সার ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। তখন তিনি তার হাতে পাত্রটি সজোরে রেখে দিলেন।

banglainternet.com

١٦٢٧. بَابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوْضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوْضَةِ وَالْمَقْسُوْمَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُوْمَةِ وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَاغَنِمُوْا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُوْمٍ وَقَالَ ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ

১৬২৭. পরিচ্ছেদ ঃ দখলকৃত বা দখল করা হয়নি এবং বণ্টনকৃত বা বণ্টন করা হয়নি এমন সম্পদ দান করা। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হাওয়াযিন গোত্রের নিকট থেকে যে গনীমত লাভ করেছিলেন, তা বণ্টনকৃত না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে তা দান করে দিয়েছিলেন। সাবিত (রা.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে মসজিদে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাকে (পূর্বের মূল্য) পরিশোধ করলেন এবং আরো অতিরিক্ত দিলেন।

٢٤٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعِيْرًا فِىْ سَفَرٍ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ اُرَاهُ فَوَزَنَ لِىْ قَالَ فَاَرْجَحَ فَمَازَالَ مِنْهَا شَىْءٌ حَتّٰى اَصَابَهَا اَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ

২৪৩১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটা উট বিক্রি করলাম। মদীনায় ফিরে এসে তিনি আমাকে বললেন, মসজিদে আস, দু' রাকাআত সালাত আদায় কর। তারপর তিনি (উটের মূল্য) ওযন করে দিলেন রাবী শু'বা (র.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তারপর তিনি আমাকে ওযন করে (উটের মূল্য) দিলেন এবং বলেন, তিনি ওযনে প্রাপ্যের অধিক দিলেন। হাররা যুদ্ধের সময় সিরিয়াবাসীরা ছিনিয়ে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমার কাছে ঐ মালের কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল।

٢٤٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اُتِىَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ اَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللّٰهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ اَحَدًا فَتَلَّهُ فِىْ يَدِهِ

banglainternet.com

২৪৩২ কুতায়বা (র.).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু পানীয় হাযির করা হল। তখন তাঁর ডানপাশে ছিল এক যুবক আর বামপাশে ছিল কতিপয়

বৃদ্ধ লোক। তিনি যুবককে বললেন, তুমি কি আমাকে এই পানীয় এদের দেওয়ার অনুমতি দিবে? যুবক বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম! আপনার (বরকত) থেকে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। তখন তিনি পান পাত্র তার হাতে সজোরে রেখে দিলেন।

٢٤٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَيْنٌ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَقَالَ اشْتَرُوْا لَهُ سِنًّا فَاَعْطُوْهَا اِيَّاهُ فَقَالُوْا اِنَّا لاَ نَجِدُ سِنًّا اِلاَّ سِنًّا هِىَ اَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوْهَا فَاَطْعُوْهَا اِيَّاهُ فَاِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَوْ خَيْرُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২৪৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন জাবালা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তির কিছু ঋণ পাওনা ছিল। (তাগাদা করতে এসে সে অশোভন আচরণ শুরু করলে) সাহাবীগণ তাকে কিছু করতে চাইলেন। তিনি তাদের বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার আছে। তিনি তাদের আরও বললেন, তাকে এক বছর বয়সী একটি উট খরিদ করে দাও। সাহাবীগণ বললেন, আমরা তো তার দেওয়া এক বছর বয়সী উটের মত পাচ্ছি না, বরং তার চেয়ে ভালো উট পাচ্ছি। তিনি বললেন, তবে তাই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে, সে তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। কিংবা তিনি বলেছেন সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

٢٤٢٨. بَابٌ اِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ اَوْ وَهَبَ رَجُلٌ جَمَاعَةً جَازَ

১৬২৮. পরিচ্ছেদ ঃ একদল অপর দলকে অথবা এক ব্যক্তি এক দলকে দান করলে তা জায়িয

٢٤٣٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِىْ مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْىَ وَاِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَاْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا

banglainternet.com

تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلَاءِ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَايُفِيءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ اِنَّا لَا نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِيْهِ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا مِنْ سَبْىِ هَوَازِنَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْاَخِيْرُ قَوْلُ الزُّهْرِىِّ فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا

২৪৩৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.).... মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র.) ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পর প্রতিনিধি হিসাবে নবী ﷺ -এর কাছে এল এবং তাদের সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সঙ্গে আরো লোক আছে। আমার নিকট সত্য কথা হল অধিক প্রিয়। তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদ এ দুয়ের একটি বেছে নাও। আমি তো তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। (রাবী বলেন) নবী ﷺ তায়েফ থেকে ফিরে প্রায় দশ রাত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তারেদ কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী ﷺ দু'টির যে কোন একটিই শুধু তাদের ফিরিয়ে দিবেন, তখন তারা বলল, তবে তো আমরা আমাদের বন্দী (স্বজন)-দেরই পসন্দ করব। তারপর তিনি মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা করে বললেন, আম্মাবাদ। তোমাদের এই ভায়েরা তাওবা করে আমাদের কাছে এসেছে, আর আমি তাদেরকে তাদের বন্দী (স্বজনদের) ফিরিয়ে দেওয়া সংগত মনে করছি, কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া পসন্দ করে, তারা যেন তা করে। আর যারা নিজেদের হিস্সা পেতে পসন্দ করে এরূপভাবে যে, আল্লাহ্ আমাকে প্রথমে যে, ফায় সম্পদ দান করবেন, তা থেকে তাদের প্রাপ্য অংশ আদায় করে দিব, তারা যেন তা করে। সকলেই তখন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিলাম। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কারা অনুমতি দিলে আর কারা দিলে না, তা-তো আমি বুঝতে পারলাম না। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের নেতারা তোমাদের মতামত আমার কাছে পেশ করবে। তারপর লোকেরা ফিরে গেলো এবং তাদের নেতারা তাদের সাথে আলোচনা করল। পরে তারা নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে জানাল যে, সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছে। হাওয়াযিনের বন্দী সম্পর্কে আমাদের কাছে এতটুকুই পৌঁছেছে। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, এই শেষ অংশটুকু ইমাম যুহরী (র)-এর বক্তব্য।

banglainternet.com

١٦٢٩. بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ وَلَمْ يَصِحَّ

১৬২৯. পরিচ্ছেদ ঃ সংগীদের মাঝে কাউকে হাদিয়া করা হলে সেই এর হকদার। ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, সংগীরাও শরীক থাকবে, কিন্তু তা সহীহ্ নয়

٢٤٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالُوا لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২৪৩৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নির্দিষ্ট বয়সের একটি উট ধার নিয়েছিলেন। কিছুদিন পর উটের মালিক এসে তাগাদা দিল। সাহাবীগণও তাকে কি বললেন। তখন নবী ﷺ বললেন, পাওনাদারদের কিছু বলার অধিকার আছে। তারপর তিনি তাকে তার (দেওয়া) উটের চেয়ে উত্তম উট পরিশোধ করলেন এবং বললেন, ভালভাবে ঋণ পরিশোধকারী ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ।

٢٤٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيهِ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ لَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ

২৪৩৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন এবং তখন তিনি (ইব্ন উমর) উমর (রা.)-এর একটি অবাধ্য উটে সাওয়ার ছিলেন। উটটি বারবার নবী ﷺ-এর আগে যাচ্ছিল। আর তার পিতা উমর (রা.) তাকে বলছিলেন, হে আবদুল্লাহ্! নবী ﷺ-এর আগে আগে চলা কারো জন্য উচিত নয়। তখন নবী ﷺ তাকে (উমর রা.)-কে বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি কর। উমর (রা.) বললেন, এটাতো আপনার। তখন তিনি সেটা খরিদ করে বললেন, হে আবদুল্লাহ্! এটা (এখন থেকে) তোমার। কাজেই এটা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।।

banglainternet.com

١٦٣٠. بَابٌ اِذَا وَهَبَ بَعِيْرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا لَنَا عَمْرٌو عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلٰى بَكْرٍ صَعْبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ بِعْنِيْهِ فَبَاعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ

১৬৩০. পরিচ্ছেদ ঃ উটের পিঠে আরোহী কোন ব্যক্তিকে সেই উটটি দান করা জায়িয। হুমায়দী (র.)..... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম আর আমি (আমার পিতার) একটি অবাধ্য উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। তখন নবী ﷺ উমরকে বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তিনি তা বিক্রি করলেন। এরপর নবী ﷺ তাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ্, এটা তোমার

١٦٣١. بَابُ هَدِيَّةِ مَايُكْرَهُ لُبْسُهَا

১৬৩১. পরিচ্ছেদ ঃ এমন কিছু হাদিয়া করা, যা পরিধান করা অপসন্দনীয়

٢٤٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ، ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ فَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ اَكَسَوْتَنِيْهَا وَقُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَا عُمَرُ اَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

২৪৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) মসজিদের দ্বার প্রান্তে একজোড়া রেশমী বস্ত্র (বিক্রি হতে) দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা যদি আপনি খরিদ করে নেন এবং তা জুমআর-দিনে ও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে পরিধান করতেন। তখন তিনি বললেন, এ তো সে-ই পরিধান করে, আখিরাতে যার কোন হিস্সা নেই। পরে (কোন এক সময়) কিছু রেশমী জোড়া আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখান থেকে উমর (রা.)-কে এক জোড়া দান করলেন। তখন উমর (রা.) বললেন, আপনি এটা আমাকে পরিধান করতে দিলেন অথচ (কয়েক দিন আগে) রেশমী কাপড় সম্পর্কে আপনি যা বলার বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তো এটা তোমাকে নিজে পরিধান করার জন্য দেইনি। তখন উমর (রা.) তা মক্কায় বসবাসকারী তার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন।

banglainternet.com

٢٤٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذٰلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنِّيْ رَأَيْتُ عَلٰى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا فَقَالَ مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا فَاَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَامُرْنِيْ فِيْهِ بِمَاشَاءَ قَالَ تُرْسِلُ بِهِ اِلٰى فُلَانٍ اَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ

২৪৩৮ মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন ফাতিমার ঘরে গেলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করে (ফিরে এলে) আলী (রা.) ঘরে এলে তিনি তাকে ঘটনা জানালেন। তিনি আবার নবী ﷺ-এর নিকট বিষয়টি আরয করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তার দরজায় নকশা করা পর্দা ঝুলতে দেখেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আলী (রা)-এর কাছে এসে ঘটনা খুলে বললেন। (সব শুনে) ফাতিমা (রা.) বললেন, তিনি আমাকে এ সম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিন। তখন নবী ﷺ বললেন, অমুক পরিবারের অমুকের কাছে এটা পাঠিয়ে দাও; তাদের বেশ প্রয়োজন আছে।

٢٤٣٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَهْدٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَاَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ

২৪৩৯ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.).... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে একজোড়া রেশমী কাপড় দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম। তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেয়ে আমি আমার (আত্মীয়া) মহিলাদের মাঝে তা ভাগ করে দিয়ে দিলাম।

١٦٣٢. بَابُ قُبُوْلِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ اَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ اَعْطُوْهَا اٰجَرَ وَاَهْدَيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

banglainternet.com

১৬৩২. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম (আ.) (স্ত্রী) সারাকে নিয়ে হিজরত কালে এমন এক জনপদে

উপনীত হলেন, যেখানে ছিল এক বাদশাহ অথবা রাবী বলেন প্রতাপশালী শাসক। সে বলল একে (সারাকে) উপহার স্বরূপ হাজিরাকে দিয়ে দাও। নবী ﷺ-কে বিষ মিশানো বকরীর গোশ্ত হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো। আবূ হুমাইদ (র.) বলেন, আয়েলার শাসক নবী ﷺ-কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন, প্রতিদানে তিনি তাকে একটি চাদর দিয়েছিলেন আর সেখানকার শাসক হিসাবে তাকে নিয়োগ পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

٢٤٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اِنْ اُكَيْدِرَ دَوْمَةَ اَهْدٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ

২৪৪০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.) ..... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে একটি রেশমী জুববা হাদিয়া দেওয়া হলো। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহারে নিষেধ করতেন। এতে সাহাবীগণ খুশী হলেন। তখন তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতে সাদ ইব্ন মু'আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট। সাঈদ (র.) কাতাদা (র.) -এর মাধ্যমে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে দুমার উকাইদির নবী (সা)-কে হাদিয়া দিয়েছিলেন।

٢٤٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا فَجِىْءَ بِهَا فَقِيْلَ اَلاَ تَقْتُلُهَا قَالَ لاَ: فَمَازِلْتُ اَعْرِفُهَا فِى لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী মহিলা নবী ﷺ -এর খিদমতে বিষ মিশানো বকরী নিয়ে এলো। সেখান থেকে কিছু অংশ তিনি খেলেন এবং (বিষক্রিয়া টের পেয়ে) মহিলাকে হাযির করা হল। তখন বলা হল, আপনি কি একে হত্যার আদেশ দিবেন না? তিনি বললেন, না। আনাস (রা.) বলেন নবী ﷺ -এর (মুখ গহবরের) তালুতে আমি বরাবরই বিষ ক্রিয়ার আলামত দেখতে পেতাম।

٢٤٤٢ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعًا اَوْ عَطِيَّةً اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ اَنْ يُشْوَى وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا فِى الثَّلاَثِيْنَ وَالْمِائَةِ اِلاَّ قَدْ حَزَّ النَّبِىُّ ﷺ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا اِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهَا اِيَّاهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَاَ لَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَاَكَلُوْا اَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ اَوْ كَمَا قَالَ

২৪৪২ আবূ নু'মান (র.)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক সফরে) নবী ﷺ -এর সাথে আমরা একশ' ত্রিশজন লোক ছিলাম। সে সময় নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কারো সাথে কি খাবার আছে? দেখা গেল, এক ব্যক্তির সঙ্গে এক সা' কিংবা তার কমবেশী পরিমাণ খাদ্য (আটা) আছে। সে আটা গোলানো হল। তারপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এল। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন। বিক্রি করবে, না, উপহার দিবে? সে বলল না, বরং বিক্রি করব। নবী ﷺ তার কাছ থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন। সেটাকে যবেহ করা হলো। নবী ﷺ বকরীর কলিজা ভুনা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! একশ' ত্রিশজনের প্রত্যেককে নবী ﷺ সেই কলিজার কিছু কিছু করে দিলেন। যে উপস্থিত ছিল, তাকে হাতে দিলেন; আর যে অনুপস্থিত ছিলো। তার জন্য তুলে রাখলেন। তারপর দু'টি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই তৃপ্তির সাথে খেলেন। আর উভয় পাত্রে কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম। অথবা রাবী যা বললেন।

١٦٣٣. بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

banglainternet.com

১৬৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে হাদিয়া দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদঃ (মুশরিকদের মধ্যে) দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন (৬০ ঃ ৮)

٢٤٤٣ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ ابْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَاَرْسَلَ اِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ اَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَاقُلْتَ فَقَالَ اِنِّى لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيْعُهَا اَوْ تَكْسُوْهَا فَاَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ اِلَى اَخٍ لَهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ

২৪৪৩ খালিদ ইব্ন মাখ্লাদ (র.)...ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে রেশমী কাপড় বিক্রি করতে দেখে নবী ﷺ-কে বললেন, এ জোড়াটি খরিদ করে নিন। জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার খিদমতে কোন প্রতিনিধি দল আসে, তখন তা পরিধান করবেন। তিনি বললেন, এসব তো তারাই পরিধান করে, যাদের আখিরাতে কোন হিস্সা নেই। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কয়েক জোড়া রেশমী কাপড় এলো। সেগুলো থেকে একটি জোড়া তিনি উমর (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। তখন উমর (রা.) বলেন, এটা আমি কিভাবে পরিধান করব। অথচ এ সম্পর্কে আপনি যা বলার বলেছেন। এতে তিনি বললেন, এটা তোমাকে আমি পরিধান করার জন্য দেইনি। হয় এটা বিক্রি করে দিবে, নয় কাউকে দিয়ে দিবে। তখন উমর (রা.) সেটা মক্কায় বসবাসকারী তাঁর এক (দুধ) ভাইকে ইসলাম গ্রহণের আগে হাদিয়া পাঠালেন।

٢٤٤٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُ اُمِّىْ قَالَ نَعَمْ صِلِىْ اُمَّكِ

২৪৪৪ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে ফাতওয়া চেয়ে বললাম তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করবে।

banglainternet.com

١٦٣٤. بَابُ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَرْجِعَ فِىْ هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

১৬৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ দান বা সাদকা করার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া কারো জন্য বৈধ নয়

٢٤٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ

২৪৪৫ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দান করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মতই, যে বমি করে তা আবার খায়।

٢٤٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِيْ يَعُوْدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ

২৪৪৬ আবদুর রহমান ইব্ন মুবারক (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, নিকৃষ্ট উপমা দেওয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয় (তবু বলতে হয়), যে দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে তা আবার খায়।

٢٤٤٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ

২৪৪৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কায়া'আ (র.).... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে আমি আমার একটি ঘোড়া আল্লাহ্র রাস্তায় আরোহণের জন্য দান করলাম। ঘোড়াটি যার কাছে ছিল, সে তার চরম অযত্ন করল। তাই সেটা আমি তার কাছ থেকে কিনে নিতে চাইলাম, আমার ধারণা ছিল যে, সে তা কম দামে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এক দিরহামের বিনিময়েও যদি সে তোমাকে তা দিতে রাযী হয় তবু তুমি তা কিনবে না। কেননা, সাদকা করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তা খায়।

١٦٣٥. بَابٌ

১৬৩৫. পরিচ্ছেদ

٢٤٤٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ بَنِىْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى ذٰلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً فَقَضٰى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهٖ لَهُمْ

২৪৪৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত 'তিনি বলেন, ইব্‌ন জুদ'আনের আযাদকৃত গোলাম সুহাইবের সন্তান দু'টি ঘর ও একটি কামরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ব (রা.)-কে দান করেছিলেন বলে দাবী জানান। (মদীনার গভর্নর) মারওয়ান (র.) তখন বললেন, এ ব্যাপারে তোমাদের পক্ষে কে সাক্ষী দিবে? তারা বলল, ইব্‌ন উমর (রা.) (আমাদের হয়ে সাক্ষী দিবেন) মারওয়ান (র.) তখন ইব্‌ন উমর (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ব (রা.)-কে দু'টি ঘর ও একটি কামরা দান করেছিলেন। তাদের স্বপক্ষে ইব্‌ন উমরের সাক্ষী অনুযায়ী মারওয়ান ফায়সালা করলেন।

١٦٣٦. بَابُ مَا قِيْلَ فِى الْعُمْرٰى وَالرُّقْبٰى اَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِىَ عُمْرٰى جَعَلْتُهَا لَهُ اِسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا جَعَلَكُمْ عُمَّارًا

১৬৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ উমরা ও রুকবা[১] رُقْبٰى عُمْرٰى সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। اَعْمَرْتُهُ الدَّارَ অর্থাৎ বাড়ীটি তাকে (তার জীবনকাল পর্যন্ত) দান করে দিলাম। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদেরকে তিনি তাতে বসবাস করিয়েছেন (১১ ঃ ৬১)

٢٤٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ بِالْعُمْرٰى اَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

২৪৪৯ আবূ নু'আঈম (র.)..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ উমরা (বস্তু) সম্পর্কে ফায়সালা দিয়েছেন যে, যাকে দান করা হয়েছে, সে-ই সেটার মালিক হবে।

٢٤٥٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضْرُ بْنُ اَنَسٍ

banglainternet.com

১. উমরা ঃ কাউকে কোন জিনিস দান করার সময় বলা যে, তোমার জীবন পর্যন্ত এটি তোমাকে দিলাম। রুকবা অর্থ এই শর্তে কাউকে বাড়ীতে বসবাস করতে দেওয়া। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে দীর্ঘায়ু হবে, সে-ই এই বাড়ীর মালিক হবে।

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِىْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ

২৪৫০ হাফস ইব্‌ন উমর (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, উমরা জায়িয। 'আতা (র.) বলেন, জাবির (রা) আমাকে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস শুনিয়েছেন।

١٦٣٧. بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ وَالدَّابَّةَ وَغَيْرَهَا

১৬৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ কারো কাছ থেকে ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কোন কিছু ধার নেওয়া

٢٤٥١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ اَبِىْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَارَاَيْنَا مِنْ شَىْءٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৪৫১ আদম (র.).... কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মদীনায় একবার শত্রুর আক্রমণের ভয় ছড়িয়ে পড়ল। নবী ﷺ তখন আবূ তালহা (রা.)-এর কাছ থেকে একটি ঘোড়া ধার নিলেন এবং তাতে সাওয়ার হলেন। ঘোড়াটির নাম ছিল মানূদব। তারপর (মদীনা টহল দিয়ে) ফিরে এসে তিনি বললেন, কিছুই তো দেখতে পেলাম না, তবে এই ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের তরঙ্গের মত পেয়েছি।

١٦٣٨. بَابُ الْاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوْسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

১৬৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ বাসর সজ্জার সময় নব দম্পতির জন্য কোন কিছু ধার করা

٢٤٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ اِرْفَعْ بَصَرَكَ اِلٰى جَارِيَتِىْ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّمَا تُزْهٰى اَنْ تَلْبَسَهُ فِى الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِىْ مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا كَانَتِ امْرَاَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِيْنَةِ اِلَّا اَرْسَلَتْ اِلَىَّ تَسْتَعِيْرُهُ

banglainternet.com

২৪৫২ আবূ নু'আইম (র.).... আয়মান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশা (রা.)-এর নিকট আমি হাযির হলাম। তাঁর গায়ে তখন পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা কাপড়ের কামিজ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, আমার এ বাঁদীটার দিকে চোখ তুলে একটু তাকাও, ঘরের ভিতরে এটা পরতে সে অপসন্দ

করে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় মদীনার মেয়েদের মধ্যে আমারই শুধু একটি কামিজ ছিল। মদীনায় কোন মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজাতে গেলেই আমার কাছে কাউকে পাঠিয়ে ঐ কামিজটি চেয়ে নিত (সাময়িক ব্যবহারের জন্য)।

١٦٣٩. بَابُ فَضْلِ الْمَنِيْحَةِ

১৬৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ মানীহা[১] অর্থাৎ দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দেওয়ার ফযীলত

٢٤٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْمَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِىُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِىُّ تَغْدُوْ بِاِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِاِنَاءٍ

২৪৫৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মানীহা হিসাবে অধিক দুধেল উটনী ও অধিক দুধেল বক্‌রী কতইনা উত্তম, যা সকালে বিকালে, পাত্র ভর্তি দুধ দেয়।

٢٤٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ وَ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ

২৪৫৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ও ইসমাঈল (র.) হাদীসটি মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি বলেন, সাদকা হিসাবে কতইনা উত্তম (দুধেল উটনী, যা মানীহা হিসাবে দেওয়া হয়)।

٢٤٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِاَيْدِيْهِمْ شَيْئٌ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ اَهْلَ الْاَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْاَنْصَارُ عَلٰى اَنْ يُّعْطُوْهُمْ ثِمَارَ اَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوْهُمُ الْعَمَلَ وَالْمُؤْنَةَ، وَكَانَتْ اُمُّهُ اُمُّ اَنَسٍ اُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ، فَكَانَتْ اَعْطَتْ اُمُّ اَنَسٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِذَاقًا فَاَعْطَاهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ اُمَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ اَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ اِلَى الْاَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِىْ كَانُوْا مَنَحُوْهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اُمِّهِ عِذَاقَهَا فَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ

banglainternet.com

১. মানীহা' ঐ দুগ্ধবতী জন্তুকে বলা হয় যা কাউকে দুধ পান করার জন্য দেওয়া হয় এবং দুধ পান শেষে মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। (আইনী)

مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ

২৪৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় মুহাজিরদের হাতে কোন কিছু ছিল না। অন্য দিকে আনসারগণ ছিলেন জমি ও ভূসম্পত্তির অধিকারী। তাই আনসারগণ এই শর্তে মুহাজিরদের সাথে ভাগাভাগি করে নিলেন যে, প্রতি বছর তারা (মুহাজিররা)-এর উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদের (আনসারদের) দিবেন আর তারা এ কাজে শ্রম দিবে ও দায়দায়িত্ব নিবে। আনাসের মা উম্মু সুলাইম (রা.) ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহার মা। আনাসের মা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (ফল ভোগ করার জন্য) কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়ে ছিলেন। আর নবী ﷺ সেগুলো তাঁর আযাদকৃত বাঁদী উসামা ইব্ন যায়দের মা উম্মু আয়মানকে দান করে দিয়েছিলেন। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, আনাস (রা.) আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ খায়বারে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে মদীনায় ফিরে এলে মুহাজিরগণ আনাসারদেরকে তাদের অস্থায়ী দানের সম্পত্তি ফিরিযে দিলেন; যেগুলো ফল ও ফসল ভোগ করার জন্য তারা মুহাজিরদের দান করেছিলেন। নবী ﷺ ও তাঁর (আনাসের) মাকে তার খেজুর গাছগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু আয়মানকে ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে নিজ বাগানের কিছু অংশ দান করলেন। আহমদ ইব্ন শাবীব (র.) বলেন, আমার পিতা আমাদেরকে ইউনুসের সূত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং- حَائِطِهِ - এর স্থলে- خَالِصِهِ বলেছেন, যার অর্থ নিজ ভূমি থেকে।

٢٤٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلَاهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَامِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ ، قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَادُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَاِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً

২৪৫৬ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ প্রিয়) চল্লিশটি স্বভাবের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো দুধ পান করার জন্য কাউকে বকরী দেওয়া। কোন বান্দা যদি সওয়াবের আশায় এবং পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রেখে উক্ত চল্লিশ স্বভাবের যে কোন একটির উপরে আমল করে তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাস্সান (র.) বলেন, দুধেল বকরী মানীহা দেওয়া ছাড়া আর যে কয়টি স্বভাব আমরা গণনা করলাম, সেগুলো হলো সালামের উত্তর দেওয়া, হাঁচি দাঁতার হাঁচির উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা, (চলাচলের) পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ইত্যাদি। কিন্তু আমরা পনেরটি স্বভাবের বেশী গণনা করতে সক্ষম হলাম না।

٢٤٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ * وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُطِيعُ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

২৪৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কিছু লোকের অতিরিক্ত ভূসম্পত্তি ছিল। তারা পরস্পর পরামর্শ করে ঠিক করলো যে এগুলো আমরা তিন ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক হিসাবে ইজারা দিবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কারো অতিরিক্ত জমি থাকলে হয় সে নিজেই চাষ করবে, কিংবা তার ভাইকে তা (চাষ করতে) দিবে। আর তা না করতে চাইলে তা নিজের কাছেই রেখে দিবে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এসে হিজরত সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি তাকে বললেন, থাম! হিজরতের ব্যাপার সুকঠিন। (তার চেয়ে বরং বল) তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি কি এর সাদকা (যাকাত) আদায় করে থাক? সে বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দুধ পানের জন্য এগুলো মানীহা হিসাবে দিয়ে থাকো সে বলল, হ্যাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা! পানি পান করানোর (ঘাটে সমবেত অভাবী লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য) উটগুলো দোহন করো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এ যদি হয় তাহলে সাগরের ওপারে হলেও অর্থাৎ তুমি যেখানে থাক আমল করতে থাক। আল্লাহ্ তোমার আমলের প্রতিদানে কম করবেন না।

٢٤٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا اكْتَرَاهَا فُلَانٌ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا

banglainternet.com

২৪৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার এক জমিতে গেলেন, যার ফসলগুলো আন্দোলিত হচ্ছিল। তিনি জানতে চাইলেন, কার (ফসলের) জমি? লোকেরা বলল, (অমুক ব্যক্তির কাছে থেকে) অমুক ব্যক্তি এটি ইজারা নিয়েছে। তিনি

বললেন, জমিটার নির্দিষ্ট ভাড়া গ্রহণ না করে সে যদি তাকে সাময়িকভাবে তা দিয়ে দিত তবে সেটাই হতো তার জন্য উত্তম।

١٦٤٠. بَابٌ إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ عَلٰى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هٰذِهِ عَارِيَةٌ وَإِنْ قَالَ كَسَوْتُكَ هٰذَا الثَّوْبَ فَهُوَ هِبَةٌ

১৬৪০. পরিচ্ছেদ ঃ প্রচলিত অর্থে কেউ যদি কাউকে বলে এই বাঁদিটি তোমার সেবার জন্য দান করছি, তা হলে তা জায়িয। কোন কোন ফিকাহ্ বিশারদ বলেন, এটা আরিয়ত হবে। তবে কেউ যদি বলে, এ কাপড়টি তোমাকে পরিধান করতে দিলাম, তবে তা হিবা হবে

٢٤٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ بِسَارَةَ فَأَعْطَوْهَا أَجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللّٰهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ

২৪৫৯ আবুল ইয়ামান (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বর্ণিত গ্রন্থ হতে বলেছেন, ইবরাহীম (আ.) (স্ত্রী) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন। (পথে এক জনপদের) লোকেরা সারার উদ্দেশ্যে হাজিরাকে হাদিয়া দিলেন। তিনি ফিরে এসে (ইবরাহীমকে) বললেন, আপনি কি জেনেছেন; কাফিরকে আল্লাহ্ পরাস্ত করেছেন এবং সেবার জন্য একটি বালিকা দান করেছেন। ইব্ন সীরীন (র.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে, বর্ণনা করেন, তারপর (সেই কাফির) সারার সেবার উদ্দেশ্যে হাজিরাকে দান করলো।

١٦٤١. بَابٌ إِذَا حَمَلَ رَجُلاً عَلٰى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمْرٰى وَالصَّدَقَةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا

১৬৪১. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ কাউকে আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করলে তা উমরা (عُمرى) ও সাদকা বলেই গণ্য হবে। আর কোন কোন ফিকাহ্ বিশারদ বলেন, দাতা তা ফিরিয়ে নিতে পারে।

٢٤٦٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

banglainternet.com

২৪৬০ হুমায়দী (র.)...উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি একটি লোককে আল্লাহ্র পথে বাহন হিসাবে একটি ঘোড়া দিলাম। কিন্তু পরে তা বিক্রি হতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, এটা খরিদ করো না এবং সাদকাকৃত মাল ফিরিয়ে নিও না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় ঃ শাহাদাত

١٦٤٢ بَابُ فِى الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِى لِقَوْلِهِ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى يٰاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ .... بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

১৬৪২. পরিচ্ছেদ ঃ বাঁদীকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রাখবে ----- (২ ঃ ২৮২) এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়;..... আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন। (৪ ঃ ১৩৫)

١٦٤٣. بَابٌ اِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ اَحَدًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا اَوْ مَا عَلِمْتُ اِلَّا خَيْرًا

১৬৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কারো সততা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বলে, একে তো ভালো বলেই জানি অথবা বলে যে, -এর সম্পর্কে তো ভালো ছাড়া কিছু জানি না

٢٤٦١ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَاُسَامَةَ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَاْمِرُ هُمَا فِىْ

banglainternet.com

فِرَاقِ اَهْلِهِ ، فَاَمَّا اُسَامَةُ فَقَالَ : اَهْلَكَ وَلاَ نَعْلَمُ اِلاَّ خَيْرًا، وَقَالَتْ بَرِيْرَةُ اِنْ رَاَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا اَغْمِصُهُ اَكْثَرَ مِنْ اَنَّهَا حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا، فَتَاتِى الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْذِرُنِىْ مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِىْ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَوَ اللّٰهِ مَاعَلِمْتُ مِنْ اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا

২৪৬১ হাজ্জাজ (র.)..... ইব্‌ন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট 'আয়িশা (রা.)-এর ঘটনা সম্পর্কে উরওয়া, ইব্‌ন মুসায়্যাব, আলকামা,ইব্‌ন ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণিত হাদীসের এক অংশ অন্য অংশের সত্যতা প্রমাণ করে, যা অপবাদকারীরা 'আয়িশা (রা.) সম্পর্কে রটনা করেছিল। এদিকে ওয়াহী অবতরণ বিলম্বিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ও উসামা (রা.)-কে স্বীয় সহধর্মিণীকে পৃথক রাখার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠালেন। উসামা (রা.) তখন বললেন, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই আমরা জানি না। আর বারীরা (রা.) বললেন, তার সম্পর্কে একটি মাত্র কথাই আমি জানি, তা এই যে, অল্প বয়স হওয়ার কারণে পরিবারের লোকদের জন্য আটা খামির করার সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর সেই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করবে; যার জ্বালাতন আমার পারিবারিক ব্যাপারে আমাকে আঘাত হেনেছে? আল্লাহ্‌র কসম আমার সহধর্মিণী সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আর এমন এক ব্যক্তির কথা তারা বলে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না।

١٦٤٤. بَابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئِ وَاَجَازَةُ عُمَرُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ وَكَذَالِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ وَقَالَ الشَّعْبِىُّ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ السَّمْعُ شَهَادَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقُوْلُ لَمْ يُشْهِدُوْنِىْ عَلَى شَىْءٍ وَلٰكِنْ سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا

১৬৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ অন্তরালে অবস্থানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্যদান। আমর ইব্‌ন হুরায়স (র.) এ ধরনের সাক্ষ্য বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেন, পাপাচারী মিথ্যুক লোকের বিরুদ্ধে এরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম শা'বী, ইব্‌ন সীরীন, 'আতা' ও কাতাদা (র.) বলেন, শুনতে পেলেই সাক্ষী হওয়া যায়। হাসান বসরী (র.) বলেন, (এরূপ ক্ষেত্রে সে বলবে) আমাকে এরা সাক্ষী বানায়নি, তবে আমি এরূপ এরূপ শুনেছি।

banglainternet.com

٢٤٦٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِيْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَّسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِيْعٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ اَوْ زَمْزَمَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ ، فَقَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ اَيْ صَافُ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهٰى ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ

২৪৬২ আবুল ইয়ামান (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও উবাই ইব্ন কাআব আনসারী (রা.) সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইব্ন সাইয়াদ থাকত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (বাগানে) প্রবেশ করলেন, তখন তিনি সতর্কতার সাথে খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে চললেন। তিনি চাচ্ছিলেন, ইব্ন সাইয়াদ তাঁকে দেখে ফেলার আগেই তিনি তার কোন কথা শুনে নিবেন। ইব্ন সাইয়াদ তখন চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শায়িত ছিলো। আর গুন গুন বা (রাবী বলেছেন) গুমগুমভাবে কিছু বলছিল। এ সময় ইব্ন সাইয়াদের মা নবী ﷺ -কে খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে সতর্কতার সাথে আসতে দেখে ইব্ন সাইয়াদকে বলল, হে সাফ! (নামের সংক্ষেপ) এই যে মুহাম্মাদ! তখন ইব্ন সাইয়াদ চুপ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে (তার মা) যদি (কিছু না বলে) তাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিত, তাহলে (তার প্রকৃত অবস্থা আমাদের সামনে) প্রকাশ পেয়ে যেত।

٢٤٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتِ امْرَاَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَاَبَتْ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَاِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ لَا حَتّٰى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَاَبُوْ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَ خَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ اَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلَا تَسْمَعُ اِلٰى هٰذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهٖ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

২৪৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রিফাআ কুরাযীর স্ত্রী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি রিফা'আর স্ত্রী ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বায়েন তালাক

দিয়ে দিল। পরে আমি আবদুর রহমান ইব্ন যুবাইর কে বিয়ে করলাম। কিন্তু তার সাথে রয়েছে কাপড়ের আঁচলের মত নরম কিছু (অর্থাৎ সে পুরুষত্বহীন) তখন নবী ﷺ বললেন, তবে কি তুমি রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আবূ বকর্ (রা) তখন তাঁর কাছে বসা ছিলেন। আর খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন 'আস (রা.) দ্বারপ্রান্তে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ বকর! মহিলা নবী ﷺ-এর দরবারে উচ্চৈঃস্বরে যা বলছে, তা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

١٦٤٥. بَابُ اِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ : اَوْ شُهُوْدٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ اٰخَرُوْنَ مَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ . قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هٰذَا كَمَا اَخْبَرَ بِلَالٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فِى الْكَعْبَةِ . وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ . فَاَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ . كَذٰلِكَ اِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّ لِفُلَانٍ عَلٰى فُلَانٍ اَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ اٰخَرَانِ بِاَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضٰى بِالزِّيَادَةِ

১৬৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে আর অন্যরা বলে যে, আমরা এ বিষয়ে জানি না সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতার বক্তব্য মুতাবিক ফায়সালা করা হবে। হুমায়দী (র) বলেন এটা ঠিক, যেমন বিলাল (রা) খবর দিয়েছিলেন যে, (মক্কা বিজয়ের দিন) নবী ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে ফযল (রা.) বলেছেন, তিনি (কা'বা অভ্যন্তরে) সালাত আদায় করেন নি। বিলালের সাক্ষ্যকেই লোকেরা গ্রহণ করেছে। তদ্রূপ দু'জন সাক্ষী যদি অমুক অমুকের কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে বলে সাক্ষ্য দেয় আর অন্য দু'জন দেড় হাজার পাবে বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে অধিক পরিমাণের অনুকূলেই ফায়সালা দেওয়া হবে।

٢٤٦٤ حَدَّثَنَا حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ تَزَوَّجَ اِبْنَةً لِاَبِىْ اِهَابِ ابْنِ عَزِيْزٍ فَاَتَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِىْ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ اَنَّكِ اَرْضَعْتِنِىْ وَلَا اَخْبَرْتِنِىْ فَاَرْسَلَ اِلٰى اٰلِ اَبِىْ اِهَابٍ فَسَاَلَهُمْ فَقَالُوْا مَا عَلِمْنَا اَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

banglainternet.com

২৪৬৪ হিব্বান (র.).... উকবা ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ ইহাব ইব্ন আযীযের কন্যাকে বিয়ে করলেন। পরে জনৈক মহিলা এসে বলল, আমি তো উকবা এবং যাকে সে বিয়ে করেছে দু'জনকেই দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রা.) তাকে বললেন, এটা তো আমার জানা নেই যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন আর আপনিও এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেননি। এরপর আবূ ইহাব পরিবারের কাছে লোক পাঠিয়ে তিনি তাদের কাছে (এ সম্পর্কে) জানতে চাইলেন। তারা বলল, সে আমাদের মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে বলে তো আমাদের জানা নেই। তখন তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে সাওয়ার হলেন এবং নবী ﷺ-এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যখন এরূপ বলা হয়েছে তখন এটা (আবূ ইহাবের কন্যাকে বিয়ে করা) কিভাবে সম্ভব? তখন উকবা (রা.) তাকে ত্যাগ করলেন। আর সে অন্য জনকে বিয়ে করল।

١٦٤٦. بَابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُوْلِ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَمِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

১৬৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী প্রসঙ্গে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তোমাদের ন্যায়পরায়ণ দু'জন লোককে সাক্ষী রাখবে (৬৫ ঃ ২)। (আল্লাহ্র বাণী) সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে। (২ ঃ ২৮২)

٢٤٦٥ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ اُنَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْىِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ الْوَحْىَ قَدِ انْقَطَعَ وَاِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْاٰنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ اَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا اَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ اِلَيْنَا مِنْ سَرِيْرَتِهِ شَىْءٌ اللّٰهُ يُحَاسِبُهُ فِىْ سَرِيْرَتِهِ وَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا سُوْءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ ، وَاِنْ قَالَ اِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةٌ

২৪৬৫ হাকাম ইব্ন নাফি' (র.).... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় কিছু লোককে ওয়াহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। এখন যেহেতু ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আমাদের সামনে তোমাদের যে ধরনের আমল প্রকাশ পাবে, সেগুলোর ভিত্তিতেই আমরা তোমাদের বিচার করবো। কাজেই যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভালো প্রকাশ করবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দান করবো এবং কাছে টানবো, তার অন্তরের বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। আল্লাহ্ই তার অন্তরের বিষয়ে হিসাব নিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের সামনে মন্দ আমল প্রকাশ করবে, তার প্রতি আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবো না এবং সত্যবাদী বলে গ্রহণও করবো না; যদিও সে বলে যে, তার অন্তর ভাল।

banglainternet.com

١٦٤٧. بَابُ تَعْدِيْلِ كَمْ يَجُوْزُ

১৬৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ কারো সততা প্রমাণের ক্ষেত্রে ক'জনের সাক্ষ্য প্রয়োজন

٢٤٦٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا اَوْ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَقَالَ وَجَبَتْ، فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ لِهٰذَا وَجَبَتْ وَلِهٰذَا وَجَبَتْ ، قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ

২৪৬৬ সুলাইমান ইব্ন হার্ব (র.)..... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সম্মুখ দিয়ে এক জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকটি সম্পর্কে সবাই প্রশংসা করছিলেন। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। পরে আরেকটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলো কিংবা বর্ণনাকারী অন্য কোন শব্দ বলেছেন। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন বলা হল; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে আবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তিনি বললেন, মানুষের সাক্ষ্য (গ্রহণযোগ্য) আর মু'মিনগণ হলেন পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষ্যদাতা।

٢٤٦٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوْتُوْنَ مَوْتًا ذَرِيْعًا فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَاُثْنِىَ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاُثْنِىَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَاُثْنِىَ شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ مَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ، قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْاَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ

২৪৬৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... আবুল আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় আসলাম, সেখানে তখন মহামারী দেখা দিয়েছিল। এতে ব্যাপক হারে লোক মারা যাচ্ছিল। আমি উমর (রা.)-এর কাছে বসাছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা অতিক্রম করলো এবং তার সম্পর্কে ভালো ধরনের মন্তব্য করা হলো। তা শুনে উমর (রা.) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর আরেকটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কেও ভালো মন্তব্য করা হলো। তা শুনে

banglainternet.com

তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর তৃতীয় জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হলো। এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে, হে আমীরুল মু'মিনীন? তিনি বললেন, নবী ﷺ যেমন বলেছিলেন, আমিও তেমন বললাম। (তিনি বলেছিলেন) কোন মুসলমান সম্পর্কে চার জন লোক ভালো সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আর তিনজন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, তিনজন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, দু'জন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, দু'জন সাক্ষ্য দিলেও। এরপর আমরা একজনের সাক্ষ্য সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

١٦٤٨. بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ

১৬৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ বংশধারা, সর্ব অবহিত দুধপান ও পূর্বের মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য দান; নবী ﷺ বলেছেন, সুওয়াইবা আমাকে এবং আবূ সালামাকে দুধপান করিয়েছেন এবং এর উপর অটল থাকা।

٢٤٦٨ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ ، فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي ، فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ

২৪৬৮ আদম (র.)..., 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আফলাহ্ (রা.) আমার সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি না দেওয়ায় তিনি বললেন, আমি তোমার চাচা, অথচ তুমি আমার সাথে পর্দা করছ? আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী, আমার ভাইয়ের দুধ (ভাইয়ের কারণে তার স্তনে হওয়া দুধ) তোমাকে পান করিয়েছে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আফলাহ্ (রা.) ঠিক কথাই বলেছে। তাকে (সাক্ষাতের) অনুমতি দিও।

٢٤٦٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

banglainternet.com

২৪৬৯ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হামযার কন্যা সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা বংশ সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়, আর সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।

٢٤٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَ هَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

২৪৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি একজন লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন। সে হাফসা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই যে একজন লোক আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে হাফসার অমুক দুধ চাচা বলে মনে হচ্ছে। তখন 'আয়িশা (রা.) বললেন, আচ্ছা আমার অমুক দুধ চাচা যদি জীবিত থাকত তাহলে সে কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারত? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, পারত। কেননা, জন্মসূত্রে যা হারাম, দুধ পানেও তা হারাম হয়ে যায়।

٢٤٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَعِنْدِىْ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هٰذَا، قُلْتُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ يَا عَائِشَةُ : اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ

২৪৭১ মুহাম্মদ বিন কাছীর (র.)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন আমার কাছে একজন লোক ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে 'আয়িশা! এ কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, হে 'আয়িশা! কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাঁচাই করে দেখে নিও। কেননা, ক্ষুধার কারণে (অর্থাৎ শিশু বয়সে শরীআত অনুমোদিত মুদ্দতে) দুধ পানের ফলেই শুধু দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইব্ন মাহদী (র.) সুফিয়ান (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

١٦٤٩. بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِيْ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى: وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ، اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ جَلَدَ عُمَرُ اَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَ نَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيْرَةِ ، ثُمَّ اِسْتَتَابَهُمْ ، وَ قَالَ مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ ، وَاَجَازَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٌ وَ مُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَ عِكْرِمَةُ وَ الزُّهْرِيُّ وَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَ شُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَقَالَ اَبُو الزِّنَادِ الْاَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِيْنَةِ اِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ اِذَا اَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ اِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ اُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَاِنِ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُوْدُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَاِنْ تَابَ ، ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوْزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَاِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُوْدَيْنِ جَازَ ، وَاِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَاَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُوْدِ وَالْعَبْدِ وَالْاَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ ، وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ ﷺ الزَّانِيَ سَنَةً، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتّٰى مَضٰى خَمْسُوْنَ لَيْلَةً

১৬৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারের অপবাদ দাতা, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না। তারাই তো সত্যত্যাগী, তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে (২৪ ঃ ৪)। উমর (রা.) আবূ বকর, শিবল ইব্ন মা'বাদ ও নাফি' (র.)-কে মুগীরা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে বেত্রাঘাত করেছিলেন। পরে তাদের তাওবা করিয়ে বলেছিলেন, যারা তাওবা করবে, তাদের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উত্বা, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরিমা, যুহরী, মুহারিব ইব্ন দিসার, শুরাইহ ও মু'আবিয়া ইব্ন কুর্রা (র.) বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। আবূ যিনাদ (র.) বলেন, মদীনায় আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অপবাদ আরোপকারী নিজের কথা প্রত্যাহার করে আল্লাহ্র কাছে ইস্তিগ্ফার করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। শা'বী ও কাতাদা (র.) বলেন, নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে

banglainternet.com

স্বীকার করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে, তবে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে। সাওরী (র.) বলেন, (উপরোক্ত অপরাধগুলোর কারণে) কোন গোলামকে বেত্রাঘাতের পর আযাদ করা হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। হদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা হলে তার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হবে। তবে কোন ফিক্‌হ্ বিশারদের বক্তব্য হলো, তাওবা করলেও অপবাদকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ তিনি একথাও বলেন যে, দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়। তবে দু'জন হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষীতে বিয়ে হলে তা বৈধ হবে। কিন্তু দু'জন গোলামের সাক্ষীতে বিয়ে করলে তা বৈধ হবে না। অন্য দিকে রমাযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তিন হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি, গোলাম ও বাঁদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। তার (হাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির) তাওবা সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হওয়া যাবে? ব্যভিচারীকে নবী ﷺ এক বছরের জন্য দেশান্তর করেছেন। এবং নবী ﷺ কাআব ইব্‌ন মালিক ও তার সাথীদ্বয়ের সাথে কথা বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। এ অবস্থায় পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত হয়েছিল।

٢٤٧٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ ح وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ اِمْرَاَةً سَرَقَتْ فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَاُتِىَ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُ هَا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَاْتِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪৭২ ইসমাঈল (র.) ..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের সময় জনৈকা মহিলা চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযির করা হলো, তারপর তিনি তার সম্পকে নির্দেশ জারি করলে তার হাত কাটা হলো। 'আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর খাঁটি তাওবা করল এবং বিয়ে করলো। তারপর সে (মাঝে মাঝে আমার কাছে) আসলে আমি তার প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে পেশ করতাম।

٢٤٧٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ فِيْمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَامٍ

banglainternet.com

২৪৭৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র.)... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবিবাহিত ব্যভিচারী সম্পর্কে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন।

١٦٥٠. بَابٌ لاَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

১৬৫০. পরিচ্ছেদ ঃ অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী করা হলেও সাক্ষ্য দিবে না

٢٤٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ فَأَتَى بِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا. قَالَ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأُرَاهُ قَالَ لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

২৪৭৪ আবদান (র.).... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাতা আমার পিতাকে তার মালের কিছু অংশ আমাকে দান করতে বললেন। পরে তাকে দেওয়া ভাল মনে করলে আমাকে তা দান করেন। তিনি (আমার মাতা) তখন বললেন, নবী ﷺ-কে সাক্ষী করা ছাড়া আমি রাযী নই। এরপর তিনি (আমার পিতা) আমার হাত ধরে আমাকে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন, আমি তখন বালক মাত্র। তিনি বললেন, এর মা বিন্ত রাওয়াহা এ-কে কিছু দান করার জন্য আমার কাছে আবদার জানিয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে ছাড়া তোমার আর কোন ছেলে আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, আছে। নু'মান (রা.) বলেন, আমার মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী করবেন না। আর আবূ হারীয (র.) ইমাম শা'বী (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি অন্যায় কাজে সাক্ষী হতে পারি না।

٢٤٧٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ

banglainternet.com

২৪৭৫ আদম (র.).... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তারপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর

তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রা.) বলেন, আমি বলতে পারছি না, নবী ﷺ (তাঁর যুগের) পরে দুই যুগের কথা বলছিলেন, না তিন যুগের কথা। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের পর এমন লোকদের আগমন ঘটবে, যারা খিয়ানত করবে, আমানতদারী রক্ষা করবে না। সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য দিবে। তারা মান্নত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে, না। তাদের মধ্যে মেদ বৃদ্ধি পাবে।

٢٤٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِىْءُ اَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَ يَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ

২৪৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাস'উদ) (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার যুগের লোকেরাই হচ্ছে সর্বোত্তম লোক, এরপর যারা তদের নিকটবর্তী, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী যুগের। এরপরে এমন সব লোক আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেওয়ার আগে কসম করে বসবে। ইবরাহীম (নাখ্‌ঈ) (র.) বলেন, আমাদেরকে সাক্ষ্য দিলে ও অংগীকার করলে মারতেন ।

١٦٥١. بَابُ مَا قِيْلَ فِىْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ، لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ، وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَقَوْلِهِ : وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ، تَلْوُوْا اَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ

১৬৫১. পরিচ্ছেদ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রসংগে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর (আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না (২৫ ঃ ৭২) এবং সাক্ষ্য গোপন করা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যারা তা গোপন করবে তাদের অন্তর অপরাধী আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা সব জানেন। (২ ঃ ২৮৩) তোমরা সাক্ষ্য প্রদানে কথা ঘুরিয়ে বল

banglainternet.com

٢٤٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيْرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ

النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ * تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَاَبُوْ عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ

২৪৭৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, (সেগুলো হচ্ছে) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। গুনদর, আবূ আমির, বাহয ও আবদুস সামাদ (র.) শু'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওয়াহাব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٤٧٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا، قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ * وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

২৪৭৮ মুসাদ্দদ (র.).... আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করবো না? সকলে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবশ্য বলুন। তিনি বললেন, (সে গুলো হচ্ছে) আল্লাহ্র সাথে শিরক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখো, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন।

١٦٥٢. بَابُ شَهَادَةِ الْاَعْمٰى وَاَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَاِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُوْلِهِ فِيْ التَّاذِيْنِ وَغَيْرِهِ ، وَمَا يُعْرَفُ بِالْاَصْوَاتِ ، وَاَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَجُوْزُ شَهَادَتُهُ اِذَا كَانَ عَاقِلاً ، وَقَالَ الْحَكَمُ : رُبَّ شَيْءٍ تَجُوْزُ فِيْهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : اَرَاَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلٰى شَهَادَةٍ اَكُنْتَ تَرُدُّهُ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اَفْطَرَ ، وَيُسْاَلُ عَنِ الْفَجْرِ، فَاِذَا قِيْلَ لَهُ طَلَعَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : اِسْتَاْذَنْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِيْ ، قَالَتْ ،

سُلَيْمَانُ، اُدْخُلْ فَاِنَّكَ مَمْلُوْكٌ مَا بَقِىَ عَلَيْكَ شَىْءٌ ، وَاَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ اِمْرَاَةٍ مُنْتَقِبَةٍ

১৬৫২. পরিচ্ছেদ ঃ অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান, নিজে বিয়ে করা, কাউকে বিয়ে দেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা, আযান দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাকে গ্রহণ করা আওয়াযে পরিচয় করা। কাসিম, হাসান, ইব্ন সীরীন, যুহরী ও আতা (র.) অন্ধের সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন। ইমাম শাবী (র.) বলেন, বুদ্ধিমান হলে তার সাক্ষ্যদান বৈধ। হাকাম (র.) বলেন, অনেক বিষয় আছে, যেখানে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, তুমি কি মনে করো যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে? ইব্ন আব্বাস (রা.) (দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার পর) একজন লোক পাঠিয়ে সূর্য ডুবেছে কিনা জেনে নিয়ে ইফতার করতেন। অনুরূপভাবে ফজরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। ফজর হয়েছে বলা হলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করতেন। সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র.) বলেন, একবার আমি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমার আওয়ায চিনতে পেরে বললেন, সুলায়মান না কি, এসো! (তোমার সাথে পর্দার প্রয়োজন নেই। (কেননা) যতক্ষণ (মুকাতাবাতের দেয় অর্থের) সামান্য পরিমাণও বাকি থাকবে। ততক্ষণ তুমি গোলাম[১] সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) নিকাব পরিহিতা নারীর সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন।

٢٤٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَاُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : لَقَدْ اَذْكَرَنِىْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً اَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَصَوْتُ عَبَّادٍ هٰذَا، قُلْتُ نَعَمْ : قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا

২৪৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন মায়মূন (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক লোককে মসজিদে (কুরআন) পড়তে শুনলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) 'আয়িশা (রা.) থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ

১. তিনি মায়মূনা (রা.)-এর মুকাতাব ছিলেন। 'আয়িশা (রা.)-এর মতে নিজের বা পরের কোন গোলামের সাথে পর্দা জরুরী নয়।

আমার ঘরে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করলেন। সে সময় তিনি মসজিদে সালাত রত আববাদের আওয়ায শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে 'আয়িশা! এটা কি আববাদের কণ্ঠস্বর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ আব্বাদকে রহম করুন।

٢٤٨٠ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اَوْ قَالَ تَسْمَعُوْا اَذَانَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَ كَانَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلاً اَعْمٰى لَايُؤَذِّنُ حَتّٰى يَقُوْلَ لَهُ النَّاسُ اَصْبَحْتَ

২৪৮০ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বিলাল (রা.) রাত থাকতেই আযান[১] দিয়ে থাকে। সুতরাং ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা.) আযান দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার। অথবা তিনি বলেন, ইব্ন উম্মু মাকতূমের আযান শোনা পর্যন্ত। ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.) অন্ধ ছিলেন, ফলে ভোর হয়ে যাচ্ছে, লোকেরা একথা তাকে না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

٢٤٨١ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا اِلَيْهِ عَسٰى اَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ اَبِىْ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيْهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ : خَبَاتُ هٰذَا لَكَ، خَبَاْتُ هٰذَا لَكَ

২৪৮১ যিয়াদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)...মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু 'কাবা' (পোশাক বিশেষ) আসল। আমার পিতা মাখ রামা (রা.) তা শুনে আমাকে বললেন, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। সেখান থেকে তিনি আমাদের কিছু দিতেও পারেন। আমার পিতা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেন, নবী ﷺ তার কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন। নবী ﷺ তখন একটি 'কাবা' সাথে করে বেরিয়ে এলেন, তিনি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি এটা তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি এটা তোমার জন্য লুকিয়ে রেখে ছিলাম।

banglainternet.com

---

১. এটা ছিলো তাহাজ্জুদের আযান। ফজর উদয় হলে ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা.) দ্বিতীয়বার আযান দিতেন।

١٦٥٣. بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

১৬৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সাক্ষ্যদান। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক (কে সাক্ষী নিয়োগ করো।) (২ ঃ ২৮২)

٢٤٨٢ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَا بَلَى : قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا

২৪৮২ ইব্ন আবূ মারয়াম (রা.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলাদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা (উপস্থিত মহিলারা) বলল, তাতো অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন, এটা মহিলার জ্ঞানের ত্রুটির কারণেই।

١٦٥٤. بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيْدِ، وَقَالَ أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً ، وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ، وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُوْ عَبِيْدٍ وَإِمَاءٍ

১৬৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম ও বাঁদীর সাক্ষ্য। আনাস (রা.) বলেন, গোলাম নির্ভরযোগ্য হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। শুরাইহ্ ও যুরারা ইব্ন আওফাও তা অনুমোদন করেছেন। ইব্ন সীরীন (র.) বলেন, গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তবে মনীবের ব্যাপারে নয়। অপরদিকে হাসান (বসরী) (র.) ও ইব্রাহীম (নাখঈ) (র.) সাধারণ বিষয়ে তা অনুমোদন করেছেন, আর শুরাইহ (র.) বলেন, তোমরা সবাই তো (আল্লাহ্র) দাস ও দাসীরই সন্তান

٢٤٨٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ ابْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ

banglainternet.com

قَالَ فَجَاءَتْ اَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَعْرَضَ عَنِّيْ قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ اَنْ قَدْ اَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا

২৪৮৩ আবূ আসিম (র.) ও আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)... উকবা ইব্ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উম্মু ইয়াহ্ইয়া বিন্ত আবূ ইহাবকে বিয়ে করলেন। তিনি বলেন, তখন কালো বর্ণের এক দাসী এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি। সে কথা আমি নবী ﷺ -এর কাছে উত্থাপন করলে তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি সরে গেলাম। পরে এসে বিষয়টি (আবার) তার কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি তখন বললেন, (এ বিয়ে হতে পারে) কি ভাবে? সে তো দাবী করছে যে, তোমাদের দু'জনকেই সে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি তাকে (উকবাকে) তার (উম্মু ইহাবের) সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললেন।

١٦٥٥ . بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

১৬৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ দুগ্ধদায়িনীর সাক্ষ্য

٢٤٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً فَجَاءَتْ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنِّيْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَاَتَيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ دَعْهَا عَنْكَ اَوْ نَحْوَهُ

২৪৮৪ আবূ আসিম (র.).... উকবা ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলাকে আমি বিয়ে করলাম। কিন্তু আরেক মহিলা এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু'জনকে দুগ্ধপান করিয়েছি, তখন আমি নবী ﷺ -এর কাছে গিয়ে (বিষয়টি) উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এমন কথা যখন বলা হয়েছে তখন আর তা (বিয়ে) কিভাবে সম্ভব? তাকে তুমি পরিত্যাগ কর। অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বললেন।

١٦٥٦. بَابُ تَعْدِيْلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

১৬৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ এক মহিলা অপর মহিলার সততা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান

٢٤٨٥ حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ بَعْضُهُ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ وَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ

banglainternet.com

النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ مِنْهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ كُلُّهُمْ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيْثِهَا وَبَعْضُهُمْ اَوْعٰى مِنْ بَعْضٍ وَاَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَائِشَةَ وَ بَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، زَعَمُوْا اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ اَزْوَاجِهِ ، فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَاَنَا اُحْمَلُ فِيْ هَوْدَجٍ وَ اُنْزَلُ فِيْهِ ، فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ ، اٰذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ ، فَقُمْتُ حِيْنَ اٰذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ ، فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِيْ ، اَقْبَلْتُ اِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِيْ ، فَاِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ اَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ فَحَبَسَنِيْ ابْتِغَاؤُهُ ، فَاَقْبَلَ الَّذِيْنَ يُرَحِّلُوْنَ لِيْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِيْ فَرَحَّلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِيَ الَّذِيْ كُنْتُ اَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنِّيْ فِيْهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ اِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، وَاِنَّمَا يَاْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ، حِيْنَ رَفَعُوْهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوْهُ ، كُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوْا فَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيْهِ اَحَدٌ ، فَاَمَمْتُ مَنْزِلِيَ الَّذِيْ كُنْتُ بِهِ ، فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِيْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَيَّ ، فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِيْ عَيْنَايَ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ ، فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ ، فَرَاٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ فَاَتَانِيْ ، وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُبِي الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُعَرِّسِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِيْ تَوَلّٰى الْاِفْكَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ مِنْ

banglainternet.com

قَوْلِ اَصْحَابِ الْاِفْكِ، وَيُرِيْبُنِىْ فِىْ وَجَعِىْ اَنِّىْ لاَ اَرَى مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِىْ كُنْتُ اَرَى مِنْهُ حِيْنَ اَمْرَضُ ، اِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ لاَ اَشْعُرُ بِشَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا لاَنَخْرُجُ اِلاَّ لَيْلاً اِلٰى لَيْلٍ، وَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تُتَّخَذَ الْكُنُفُ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا، وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاُوَلِ فِى الْبَرِّيَّةِ اَوْ فِى التَّنَزُّهِ فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ اَبِى رُهْمٍ نَمْشِى فَعَثَرَتْ فِى مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ اَتَسُبِّيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهُ اَلَمْ تَسْمَعِى مَا قَالُوْا، فَاَخْبَرَتْنِى بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى مَرَضِى ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِى ، دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ ، فَقُلْتُ اَتَاْذَنُ لِى اَتِ اَبَوَىَّ قَالَتْ وَاَنَا حِيْنَئِذٍ اُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا فَاَذِنَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ اَبَوَىَّ ، فَقُلْتُ لِاُمِّى مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِى عَلٰى نَفْسِكِ الشَّاْنَ فَوَ اللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّ اَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهٰذَا، قَالَتْ فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَا لِى دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ اَصْبَحْتُ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِى فِرَاقِ اَهْلِهِ فَاَمَّا اُسَامَةُ فَاَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِى يَعْلَمُ فِىْ نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ ، فَقَالَ اُسَامَةُ اَهْلَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَلاَ نَعْلَمُ وَاللّٰهِ اِلاَّ خَيْرًا ، وَاَمَّا عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيْرَةُ هَلْ رَاَيْتِ فِيْهَا شَيْئًا يُرِيْبُكِ ، فَقَالَتْ بَرِيْرَةُ : لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ رَاَيْتُ مِنْهَا اَمْرًا اَغْمِصُهُ عَلَيْهَا اَكْثَرَ مِنْ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِيْنِ فَتَاْتِى الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ ابْنِ سَلُوْلَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِى اَذَاهُ فِى اَهْلِىْ ، فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَا

banglainternet.com

عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى اَهْلِى اِلاَّ مَعِىْ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْذِرُكَ مِنْهُ اِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيْهِ اَمْرَكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلٰكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ ، فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ ، وَاللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ ، فَثَارَ الْحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتّٰى هَمُّوْا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ يَوْمِى لاَ يَرْقَأُ لِىْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ فَاَصْبَحَ عِنْدِى اَبَوَاىَ قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَ يَوْمًا حَتّٰى اَظُنُّ مَنْ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِىْ ، قَالَتْ فَبَيْنَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِى وَاَنَا اَبْكِىْ اِذَا اسْتَأْذَنَتْ اِمْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِىْ مَعِىْ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِى مِنْ يَوْمٍ قِيْلَ لِىْ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لاَ يُوْحٰى اِلَيْهِ فِىْ شَاْنِى شَىْءٌ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِىْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِى اللّٰهَ وَتُوْبِى اِلَيْهِ فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِى حَتّٰى مَا اُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لاَبِى اَجِبْ عَنِّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ مَاادْرِى مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّى اَجِيْبِى عَنِّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِى مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لاَ اَقْرَاُ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرْاٰنِ، فَقُلْتُ اِنِّى وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَ وَقَرَ فِى اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّى بَرِيْئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّى لَبَرِيْئَةٌ لاَ تُصَدِّقُنِّى بِذٰلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّى بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّى، وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ لِى وَلَكُمْ مَثَلاً اِلاَّ اَبَا يُوْسُفَ اِذْ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلٰى فِرَاشِىْ ، وَاَنَا اَرْجُوْ اَنْ يُبَرِّئَنِىَ اللّٰهُ وَلٰكِنْ

BanglaInternet.com

وَاللّٰهِ مَا ظَنَنْتُ اَنْ يُنْزِلَ فِى شَأْنِى وَحْيًا وَلاَنَا اَحْقَرُ فِى نَفْسِىْ مِنْ اَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْاٰنِ فِى اَمْرِى وَلٰكِنِّى كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا تُبَرِّئُنِى فَوَ اللّٰهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَخَذَهُ مَا كَانَ يَاْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِى يَوْمٍ شَاْتٍ ، فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ اَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَنْ قَالَ لِىْ يَا عَائِشَةُ اِحْمَدِى اللّٰهَ فَقَدْ بَرَّاَكِ اللّٰهُ فَقَالَتْ لِىْ اُمِّى قُوْمِى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَاَقُوْمُ اِلَيْهِ، وَلاَ اَحْمَدُ اِلاَّ اللّٰهَ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ اَلْاٰيَاتِ، فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِى بَرَاءَ تِى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللّٰهِ لاَ اُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلاَ يَاْتَلِ اُولُوْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ، فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ: بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّى لَاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ فَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ الَّذِى كَانَ يُجْرِى عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِى، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ مَا رَاَيْتِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْمِى سَمْعِىْ وَبَصَرِى وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا اِلاَّ خَيْرًا قَالَتْ وَهِىَ الَّتِى تُسَامِيْنِى فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ * حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ * قَالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ مِثْلَهُ

২৪৮৫ আবূ রাবী' সুলাইমান ইব্ন দাউদ (র.).... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মিথ্যা অপবাদকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে অপবাদ রটনা করল এবং আল্লাহ্ তা থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন। রাবীগণ বলেন, 'আয়িশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে স্বীয় সহধর্মিণীদের মধ্যে কুর'আ ঢালার মাধ্যমে সফর সংগিণী নির্বাচন করতেন। তাঁদের মধ্যে যার নাম বেরিয়ে আসত তাকেই তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি আমাদের মধ্যে কুর'আ ঢাললেন, তাতে আমার নাম বেরিয়ে এলো। তাই আমি তাঁর সঙ্গে (সফরে) বের হলাম। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদার ভিতরে সাওয়ারীতে উঠানো

হতো, আবার হাওদার ভিতরে (থাকা অবস্থায়) নামানো হতো। এভাবেই আমরা সফর করতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ যুদ্ধ শেষ করে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার কাছে পৌঁছে গেলাম তখন এক রাতে তিনি (কাফেলাকে) মনযিল ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন। উক্ত ঘোষণা দেওয়ার সময় আমি উঠে সেনাদলকে অতিক্রম করে গেলাম এবং নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে এলাম। তখন বুকে হাত দিয়ে দেখি আযফার দেশীয় সাদা কালো পাথরের তৈরি আমার একটা মালা ছিড়ে পড়ে গেছে। তখন আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম, এবং সন্ধান কার্য আমাকে দেরী করিয়ে দিলো। ওদিকে যারা আমার হাওদা উঠিয়ে দিতো তারা তা উঠিয়ে যে উটে আমি সওয়ার হতাম, তার পিঠে রেখে দিলো। তাদের ধারণা ছিলো যে, আমি হাওদাতেই আছি। তখনকার মেয়েরা হালকা পাতলা হতো, মোটা সোটা হতো না। কেননা খুব সামান্য খাবার তারা খেতে পেতো। তাই হাওদায় উঠতে গিয়ে তার ভার তাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো না। তদুপরি সে সময় আমি অল্প বয়স্ক কিশোরী ছিলাম এবং তখন তারা হাওদা উঠিয়ে উট হাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেলো। এদিকে সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার মালা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের জায়গায় ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। তখন আমি আমার জায়গায় এসে বসে থাকাই মনস্থ করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে না পেয়ে আবার এখানে তারা ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় আমার দু' চোখে ঘুম নেমে এলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল, যিনি প্রথমে সুলামী এবং পরে যাকওয়ানী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, সেনা দলের পিছনে (পরিদর্শক হিসাবে) থেকে গিয়েছিলেন। সকালের দিকে আমার অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষের অবয়ব দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। পর্দার বিধান নাযিলের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। যে সময় তিনি উট বসাচ্ছিলেন, সে সময় তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' শব্দে আমি জেগে গেলাম। তিনি উটের সামনের পা চেপে ধরলে আমি তাতে সওয়ার হলাম। আর তিনি আমাকে নিয়ে সাওয়ারী হাঁকিয়ে চললেন। সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন অবতরণ করে বিশ্রাম করছিল, তখন আমরা সেনাদলে পৌঁছলাম। সে সময় যারা ধ্বংস হওয়ার, তারা ধ্বংস হল। অপবাদ রটনায় যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সে হলো (মুনাফিকের সরদার) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল। আমরা মদীনায় উপনীত হলাম এবং আমি এসেই একমাস অসুস্থতায় ভোগলাম। এদিকে কিছু লোক অপবাদ রটনাকারীদের রটনা নিয়ে চর্চা করতে থাকল। আমার অসুস্থার সময় এ বিষয়টি আমাকে সন্দিহান করে তুললো যে, নবী ﷺ -এর তরফ থেকে সেই স্নেহ আমি অনুভব করছিলাম না, যা আমার অসুস্থতার সময় সচরাচর আমি অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন কেমন আছ? আমি সে বিষয়ের কিছুই জানতাম না। শেষ পর্যন্ত খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। (একরাতে) আমি ও উম্মু মিসতাহ্ প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে ময়দানে বের হলাম। । আমরা রাতেই শুধু সে দিকে যেতাম। এ আমাদের ঘরগুলোর নিকটবর্তী স্থানে পায়খানা বানানোর আগের নিয়ম। জংগলে কিংবা দূরবর্তী স্থানে প্রয়োজন সারার ব্যাপারে আমাদের অবস্থাটা প্রথম যুগের

আরবদের মতই ছিলো। যাই হোক, আমি এবং উম্মু মিসতাহ বিন্ত আবূ রূহম হেঁটে চলছিলাম। ইত্যবসরে সে তার চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেলো এবং (পড়ে গিয়ে) বললো মিসতাহ এর জন্য দুর্ভোগ। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলেছ। বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছে, এমন এক লোককে তুমি অভিশাপ দিচ্ছ! সে বলল, হে সরলমনা! (তোমার সম্পর্কে) যে সব কথা তারা উঠিয়েছে, তা কি তুমি শুনোনি? এরপর অপবাদ রটনাকারীদের সব রটনা সম্পর্কে সে আমাকে অবহিত করলো। তখন আমার রোগের উপর রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলো। আমি ঘরে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি ('আয়িশা রা.) বলেন,আমি তখন তাদের (পিতা-মাতার) কাছ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গেলাম। তারপর আমি মাকে বললাম, লোকেরা কি বলাবলি করে? তিনি বললেন, বেটি! ব্যাপারটাকে নিজের জন্য হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম! এমন সুন্দরী নারী খুব কমই আছে, যাকে তার স্বামী ভালোবাসে আর তার একাধিক সতীনও আছে; অথচ ওরা তাকে উত্তক্ত করে না। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! লোকেরা সত্যি তবে এসব কথা রটিয়েছে? তিনি ('আয়িশা) বলেন, ভোর পর্যন্ত সে রাত আমার এমনভাবে কেটে গেলো যে, চোখের পানি আমার বন্ধ হল না এবং ঘুমের একটু পরশও পেলাম না। এভাবে ভোর হল। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াহীর বিলম্ব দেখে আপন স্ত্রীকে বর্জনের ব্যাপারে ইব্ন আবূ তালিব ও উসামা ইব্ন যায়দকে ডেকে পাঠালেন। যাই হোক; উসামা পরিবারের জন্য তাঁর (নবী ﷺ-এর) ভালোবাসার প্রতি লক্ষ্য করে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম (তাঁর সম্পর্কে) ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমরা জানি না, আর আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিছুতেই আল্লাহ্ আপনার পথ সংকীর্ণ করেন নি। তাঁকে ছাড়া আরো অনেক মহিলা আছে। আপনি না হয় বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করুন সে আপনাকে সত্য কথা বলবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন (বাঁদী) বারীরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। হে বারীরা! তুমি কি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ? বারীরা বলল, আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, না, তেমন কিছু দেখিনি, এই একটি অবস্থায়ই দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়স্কা কিশোরী। আর তাই আটা-খামীর করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। সে দিনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মসজিদে) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞাস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে লোক আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহ্র কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আর এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমি জানি না আর সে তো আমার সাথে ছাড়া আমার ঘরে কখনও প্রবেশ করত না। তখন সা'দ (ইব্ন মু'আয রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমি তার প্রতিকার করবো। যদি সে আউস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে, তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব; আর যদি সে আমাদের খায্‌রাজ

banglainternet.com

গোত্রীয় ভাইদের কেউ হয়, তাহলে আপনি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিবেন, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব। খাযরাজ গোত্রপতি সা'দ ইব্ন উবাদা (রা.) তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। এর আগে তিনি ভালো লোকই ছিলেন। আসলে গোত্রপ্রীতি তাকে পেয়ে বসেছিলো। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে· পারবে না, সে শক্তি তোমার নেই। তখনি উসায়িদ ইব্নুল হুযাইর (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। আসলে তুমি একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছ। এরপর আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে থাকা অবস্থায়ই তারা (লড়াইয়ে) উদ্যত হল। তখন তিনি নেমে তাদের চুপ করালেন। এতে সবাই শান্ত হল আর তিনিও নীরবতা অবলম্বন করলেন। 'আয়িশা (রা.) বলেন, সেদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদলাম, চোখের পানি আমার শুকালনা এবং ঘুমের সামান্য পরশও পেলাম না। আমার পিতা-মাতা আমার পাশে পাশেই থাকলেন। পুরো রাত দিন আমি কেঁদেই কাটালাম। আমার মনে হল, কান্না বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। তিনি ('আয়িশা) বলেন, তারা (পিতা-মাতা) উভয়ে আমার কাছেই বসা ছিলেন, আর আমি কাঁদছিলাম। ইতিমধ্যে এক আনসারী মহিলা ভিতরে আসার অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার সংগে বসে কাঁদতে শুরু করল। আমরা এ অবস্থায় থাকতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রবেশ করে (আমার কাছে) বসলেন, অথচ যে দিন থেকে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে। সেদিন থেকে তিনি আমার কাছে বসেননি। এর মধ্যে একমাস কেটে গিয়েছিল। অথচ আমার সম্পর্কে তার কাছে কোন ওয়াহী নাযিল হল না। তিনি ('আয়িশা) বলেন, এরপর হামদ ও সানা পাঠ করে তিনি বললেন, হে 'আয়িশা! তোমার সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে গিয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা ও ইসতিগ্‌ফার কর। কেননা, বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ্ তাওবা কবূল করেন। তিনি যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক বিন্দু অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। আমার পিতাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার তরফ থেকে জওয়াব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি বুঝে উঠতে পারি না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কি বলব? এরপর আমার (মা-কে) বললাম, আমার তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথার জওয়াব দিন। তিনিও বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝি উঠতে পারি না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কি বলব? আমি তখন অল্প বয়স্কা কিশোরী! কুরআনও খুব বেশী পড়িনি। তবুও আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমার জানতে বাকী নেই যে, লোকেরা যা রটাচ্ছে, তা আপনারা শুনতে পেয়েছেন এবং আপনাদের মনে তা বসে গেছে, ফলে আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি নিষ্পাপ আর আল্লাহ্ জানেন, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ, তবু আপনারা আমার সে কথা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদের কাছে কোন বিষয়

banglainternet.com

আমি স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ্ জানেন আমি নিষ্পাপ তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহ্র কসম, ইউসুফ (আ.)-এর পিতার ঘটনা ছাড়া আমি আপনাদের জন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। যখন তিনি বলেছিলেন, পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যকারী। এরপর আমি আমার বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিলাম। এটা আমি অবশ্যই আশা করছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! এ আমি ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে কোন ওয়াহী নাযিল হবে। কুরআনে আমার ব্যাপারে কোন কথা বলা হবে, এ বিষয়ে আমি নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। তবে আমি আশা করছিলাম যে, নিদ্রায় আল্লাহ্র রাসূল এমন কোন স্বপ্ন দেখবেন, যা আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! তিনি তাঁর আসন ছেড়ে তখনও উঠে যাননি এবং ঘরের কেউ বেরিয়েও যায়নি, এরই মধ্যে তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং (ওয়াহী নাযিলের সময়) তিনি যে রূপ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন, সে রূপ অবস্থার সম্মুখীন হন। এমনকি সে মুহূর্তে শীতের দিনেও তার শরীর থেকে মুক্তার ন্যায় ফোটা ফোটা ঘাম ঝরে পড়তো। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ওয়াহীর সে অবস্থা কেটে গেল, তখন তিনি হাঁসছিলেন। আর প্রথম যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন তা ছিল এই যে, আমাকে বললেন, হে 'আয়িশা! আল্লাহ্র প্রশংসা করো। কেননা, তিনি তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। আমার মাতা তখন আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাও। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর) আমি বললাম, না, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর কাছে যাবো না এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রশংসাও করব না। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ اَلْاٰيَات যখন আমার সাফাই সম্পর্কে নাযিল হল তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! নিকটাত্মীয়তার কারণে মিসতাহ্ ইব্ন উসাসার জন্য তিনি যা খরচ করতেন, 'আয়িশা (রা.) সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলার পর মিসতার জন্য আমি আর কখনও খরচ করবো না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। وَلَا يَأْتَلِ اُولُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اِلٰى قَوْلِهٖ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তোমাদের মধ্যে যারা নিয়ামতপ্রাপ্ত ও স্বচ্ছল, তারা যেন দান না করার কসম না করে.... আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। তখন আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ্র কসম। আমি অবশ্যই চাই আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। এরপর তিনি মিসতাহ্-কে যা দিতেন, তা পুনরায় দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়নাব বিন্‌তে জাহাশকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বললেন, হে যায়নাব! ('আয়িশা সম্পর্কে) তুমি কি জান? তুমি কি দেখছো? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আমার কান, আমি আমার চোখের হিফাজত করতে চাই। আল্লাহ্র কসম তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমি জানি না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, অথচ তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু পরহেযগারীর কারণে আল্লাহ্ তাঁর হিফাযত করেছেন। আবূ রাবী' (র.)... 'আয়িশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফুলাইহ্ (র.).... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

banglainternet.com

١٦٥٧. بَابٌ اِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ وَقَالَ اَبُوْ جَمِيْلَةَ وَجَدْتُ مَنْبُوْذًا فَلَمَّا رَاٰنِىْ عُمَرُ قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ اَبْؤُسًا كَاَنَّهُ يَتَّهِمُنِىْ قَالَ عَرِيْفِىْ اِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ كَذٰلِكَ اِذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ

১৬৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ কারো নির্দোষ প্রমাণের জন্য একজনের সাক্ষীই যথেষ্ট। আবূ জামিলা (র.) বলেন, আমি একটা ছেলে কুড়িয়ে পেলাম। উমর (রা.) আমাকে দেখে বললেন, ছেলেটির হয়ত অনিষ্ট হতে পারে। মনে হয় তিনি আমাকে সন্দেহ করছিলেন। আমার এক পরিচিত লোক বল্‌ল, তিনি একজন সৎলোক। উমর (রা.) বললেন, এরূপই হয়ে থাকে। নিয়ে যাও এবং এর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার (বায়তুল মালের)

٢٤٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا اَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ اُزَكِّى عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا اِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ

২৪৮৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র.)... আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে, তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। তিনি একথা কয়েকবার বললেন, এরপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি তার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রশংসা করতেই চায় তাহলে তার (এভাবে) বলা উচিত, অমুককে আমি এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহ্‌ই তার সম্পর্কে অধিক জানেন। আর আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ না করে আমি কারো সাফাই পেশ করি না। তার সম্পর্কে ভালো কিছু জানা থাকলে বলবে, আমি তাকে এরূপ এরূপ মনে করি।

١٦٥٨. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاِطْنَابِ فِى الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

১৬৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন অপসন্দীয়। যা জানে সে যেন তাই বলে।

٢٤٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِىْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِىْ مَدْحِهِ ، فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ

banglainternet.com

২৪৮৭ মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র.)... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেংগে ফেললে।

١٦٥٩. بَابُ بُلُوْغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا الْاٰيَةَ وَقَالَ مُغِيْرَةُ اِحْتَلَمْتُ وَاَنَا ابْنُ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً وَبُلُوْغُ النِّسَاءِ فِى الْحَيْضِ لِقَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ : وَاللاَّئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ مِنْ صَالِحٍ اَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ سَنَةً

১৬৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ বাচ্চাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং তাদের সাক্ষ্যদান। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমাদের সন্তান-সন্তুতি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি চায় (২৪ ঃ ৫৯) মুগীরা (র.) বলেন, বারো বছর বয়সে আমি সাবালক হয়েছি। আর মেয়েরা সাবালেগা হয় হায়িয হলে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের যে সব মেয়েরা ঋতুস্রাবের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে----- সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত (৬৫ঃ৪)। হাসান ইব্ন সালিহ্ (র.) বলেন, আমাদের এক প্রতিবেশীকে একুশ বছর বয়সেই আমি নানী হতে দেখেছি।

٢٤٨٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِىْ ثُمَّ عَرَضَنِىْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَاَجَازَنِىْ قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَكَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنْ يَفْرِضُوْا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

২৪৮৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তাকে (ইব্ন উমরকে) পেশ করলেন, তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক। (ইব্ন উমর বলেন) তখন তিনি আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধে তিনি আমাকে পেশ করলেন এবং অনুমতি দিলেন। তখন আমি পনের বছরের যুবক। নাফি' (র.) বলেন, আমি খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে এ হাদীস শুনালাম। (হাদীস শুনে) তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে প্রাপ্ত

ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমারেখা। এরপর তিনি তাঁর গভর্নরদেরকে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন যে, (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স পনেরতে উপনীত হয়েছে তাদের জন্য যেন ভাতা নির্ধারণ করেন।

٢٤٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

২৪৮৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর জুমু'আ দিবসের গোসল কর্তব্য।

١٦٦٠. بَابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِىَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِيْنِ

১৬৬০. পরিচ্ছেদ ঃ শপথ করানোর পূর্বে বিচারক কর্তৃক বাদীকে জিজ্ঞাসা করা যে, তোমার কি কোন প্রমাণ আছে?

٢٤٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِىَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ اَرْضٌ فَجَحَدَنِىْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ اِحْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِىْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

২৪৯০ মুহাম্মদ (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাস'উদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করবে, (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ্ তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। রাবী বলেন, তখন আশ্আস ইব্ন কায়স (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম। এ বর্ণনা আমার ব্যাপারেই। একখণ্ড জমি নিয়ে (জনৈক) ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে আমার বিবাদ ছিল। সে আমাকে অস্বীকার করলে আমি তাকে নবী ﷺ -এর কাছে হাযির করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কি কোন প্রমাণ আছে! আসআস (রা.) বলেন, আমি বললাম, না (কোন প্রমাণ নেই।) তখন

তিনি (উক্ত ইয়াহূদীকে) বললেন, তুমি কসম কর। আশআস (রা.) বলেন, (একথা শুনে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে তো সে (মিথ্যা) কসম করে আমার সম্পদ আত্মসাত করে ফেলবে। আশআস (রা.) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে .....(৩ ঃ ৭৭)।

١٦٦١. بَابُ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ فِى الْاَمْوَالِ وَالْحُدُوْدِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِىْ اَبُو الزِّنَادِ فِىْ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَ يَمِيْنِ الْمُدَّعِىْ فَقُلْتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى قُلْتُ : اِذَا كَانَ يُكْتَفٰى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِيْنِ الْمُدَّعِىْ فَمَايُحْتَاجُ اَنْ تُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى مَاكَانَ يُصْنَعُ بِذِكْرِ هٰذِهِ الْاُخْرٰى

১৬৬১. পরিচ্ছেদ ঃ অর্থ- সম্পদ ও হদ্দ এর (শরীআত নির্ধারিত দণ্ডসমূহ)-এর বেলায় বিবাদীর কসম করা। নবী ﷺ বলেছেন, তোমার দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে কিংবা তার (বিবাদির) কসম করতে হবে। কুতায়বা (র.) বলেন, সুফিয়ান (র.) ইব্ন শুবরুমা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ যিনাদ (র.) সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং বাঁদীর কসমের ব্যাপারে আমার সাথে আলোচনা করলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে (২ ঃ ২৮২) আমি বললাম, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য আর বাঁদীর কসম যথেষ্ট হলে এক মহিলা অপর মহিলাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কি প্রয়োজন আছে? এই অপর মহিলাটির স্মরণ করাতে কি কাজ হবে?

٢٤٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

banglainternet.com

২৪৯১ আবূ নু'আইম (র.).... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) আমাকে লিখে জানিয়েছেন, নবী ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন যে, বিবাদীকে কসম করতে হবে।

١٦٦٢. بَابٌ

১৬৬২. পরিচ্ছেদ ঃ

٢٤٩٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً، لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلَى قَوْلِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ثُمَّ اِنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِى شَىْءٍ فَاخْتَصَمْنَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُ اِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ ثُمَّ اقْتَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ

২৪৯২ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাস'উদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে এমন (মিথ্যা) কসম করে, যা দ্বারা মাল প্রাপ্ত হয়।[১] সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র সংগে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বর্ণনার সমর্থনে আয়াত নাযিল করেনঃ যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে..... তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৩ ঃ ৭৭) এরপর আশআস ইব্ন কায়স (রা.) আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ আবদুর রাহমান (র.) তোমাদের কি হাদীস শুনিয়েছেন আমরা তাঁর বর্ণিত হাদীসটি তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন, তিনি (ইব্ন মাসউদ) ঠিকই বলেছেন। আমার ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। কিছু একটা নিয়ে আমার সাথে এক (ইয়াহূদী) ব্যক্তির বিবাদ ছিল। আমরা উভয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আমাদের বিবাদ উত্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমার দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে অথবা তার (বিবাদীর) কসম করতে হবে। তখন আমি বললাম, তবে তো সে মিথ্যা কসম করতে কোন দ্বিধা করবে না। তখন নবী ﷺ বললেন, কেউ যদি এমন কসম করে, যার দ্বারা মাল প্রাপ্ত হয় এবং সে যদি উক্ত ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয়, তা হলে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায়, আল্লাহ্ তার উপরে অসন্তুষ্ট। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ বর্ণনার সমর্থনে আয়াত নাযিল করেন। একথা বলে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

banglainternet.com

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বাঁদীকে দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে। এক সাক্ষী পেশ করে আরেক সাক্ষীর পরিবর্তে কসম করলে চলবে না। সে ক্ষেত্রে এবং বিবাদী কসম করলে এবং সে আলোকেই ফায়সালা হবে। এমতের ভিত্তি হলো আলোচ্য আয়াত।

١٦٦٣. بَابٌ اِذَا ادَّعٰى اَوْ قَذَفَ فَلَهُ اَنْ يَّلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَ يَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

১৬৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ কোন দাবী করলে কিংবা (কারো প্রতি) কোন মিথ্যা আরোপ করলে তাকেই প্রমাণ করতে হবে এবং প্রমাণ সন্ধানের জন্য বের হতে হবে।

٢٤٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ هِلَالَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيِّنَةَ اَوْ حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَاٰى اَحَدُنَا عَلٰى امْرَاَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ اللِّعَانِ

২৪৯৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হিলাল ইব্ন উমাইয়া নবী ﷺ -এর কাছে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারীক ইব্ন সাহমা এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ করলে নবী ﷺ বললেন, হয় তুমি প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে (বেত্রাঘাতের) দণ্ড আপতিত হবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাদের কেউ কি আপন স্ত্রীর উপর অপর কোন পুরুষকে দেখে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ছুটে যাবে? কিন্তু নবী ﷺ একই কথা (বার বার) বলতে থাকলেন, হয় প্রমাণ পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে বেত্রাঘাতের দণ্ড আপতিত হবে। তারপর তিনি লি'আন (لعان) সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

١٦٦٤. بَابُ الْيَمِيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

১৬৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ আসরের পর কসম করা

٢٤٩٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيْقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفٰى لَهُ وَاِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ اَعْطٰى بِهِ كَذَا وَكَذَا فَاَخَذَهَا

২৪৯৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বলেছেন, তিন শ্রেণীর ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না এবং (করুণার দৃষ্টিতে) তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের পাপ মোচন করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি সে, যার কাছে অতিরিক্ত পানি রয়েছে রাস্তার পাশে, আর সে পানি থেকে মুসাফিরকে বঞ্চিত রাখে। আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি সে, যে কারো আনুগত্যের বায়আত করে এবং একমাত্র দুনিয়ার গরযেই সে তা করে। ফলে চাহিদা মাফিক তাকে দিলে সে অনুগত থাকে, আর না দিলে অনুগত থাকে না। আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি সে-যে আসরের পর কারো সাথে পণ্য নিয়ে দামদর করে এবং আল্লাহ্র নামে মিথ্যা হলফ করে বলে যে, সে ক্রয় করতে এত মূল্য দিয়েছে আর তা শুনে ক্রেতা তা কিনে নেয়।

١٦٦٥ بَابٌ يُحْلَفُ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ وَلاَ يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ اِلٰى غَيْرِهِ قَضٰى مَرْوَانُ بِالْيَمِيْنِ عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ اَحْلِفُ لَهُ مَكَانِيْ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَاَبٰى اَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ وَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُوْنَ مَكَانٍ

১৬৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে স্থানে বিবাদীর উপর হলফ ওয়াজিব হয়েছে, সেখানেই তাকে হলফ করানো হবে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়া হবে না। মারওয়ান (র.) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.)-কে মিম্বরে গিয়ে হলফ করার নির্দেশ দিলে তিনি বললেন, আমি আমার জায়গায় থেকেই হলফ করব। এরপর তিনি হলফ করলেন কিন্তু মিম্বরে গিয়ে হলফ করতে অস্বীকার করলেন। মারওয়ান তার এ আচরণে বিস্ময়বোধ করলেন। নবী ﷺ বলেছেন, (বাঁদীকে বলেছেন) তোমাকে দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে। নতুবা বিবাদী হলফ করবে। এক্ষেত্রে কোন জায়গা নির্ধারণ করা হয়নি।

٢٤٩٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

২৪৯৫ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... ইব্ন মাস'উদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে (মিথ্যা) কসম করবে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকবেন।

١٦٦٦. بَابٌ اِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِى الْيَمِيْنِ

১৬৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ কতিপয় লোকজন কে কার আগে হলফ করবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করা

٢٤٩٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَرَضَ عَلٰى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ فَاَسْرَعُوْا فَاَمَرَ اَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِى الْيَمِيْنِ اَيُّهُمْ يَحْلِفُ

২৪৯৬ ইসহাক ইব্ন নাসর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদল লোককে নবী ﷺ হলফ করতে বললেন। তখন (কে কার আগে হলফ করবে এ নিয়ে) তাড়াহুড়া শুরু করে দিল। তখন তিনি কে (আগে) হলফ করবে, তা নির্ধারণের জন্য তাদের নামে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

١٦٦٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى: اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً

১৬৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে (৩ ঃ৭৭)।

٢٤٩٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ اَبُوْ اِسْمٰعِيْلَ السَّكْسَكِىُّ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اَعْطٰى بِهَا مَالَمْ يُعْطِهَا فَنَزَلَتْ: اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ اَوْفٰى : النَّاجِشُ اٰكِلُ الرِّبَا خَائِنٌ

২৪৯৭ ইসহাক (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক তার মালপত্র বাজারে এনে এবং হলফ করে বলল যে, এগুলো (খরিদ বাবদ) সে এত দিয়েছে, অথচ সে তত দেয়নি। তখন আয়াত নাযিল হলো ঃ যারা নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজের শপথ বিক্রি করে.....। ইব্ন আবূ আওফা (রা.) বলেন, (দাম চড়ানোর মতলবে) যে ধোঁকা দেয়, সে মূলতঃ সূদখোর ও খিয়ানত কারী।

٢٤٩٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ جَعْفَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ اَوْ قَالَ اَخِيْهِ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِىْ

الْقُرْاٰنِ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً الْاٰيَةَ فَلَقِيَنِى الْاَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِىَّ اُنْزِلَتْ

২৪৯৮ বিশর ইব্‌ন খালিদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো অথবা তার ভাইয়ের অর্থ আত্মসাতের মতলবে মিথ্যা হলফ করবে, সে (কিয়ামতে) মহান আল্লাহ্‌র দেখা পাবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত হাদীসের সমর্থনে কুরআনে এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً হতে عَذَابٌ اَلِيْمٌ পর্যন্ত। যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই (৩ ঃ ৭৭)। আর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি (করুণার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে (পাপ থেকে) বিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। পরে আশআস (রা.) আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) আজ তোমাদের কি হাদীস শুনিয়েছেন? আমি বললাম, এই এই (হাদীস শুনিয়েছেন) তিনি বললেন, আমার ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

١٦٦٨. بَابُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ اِحْسَانًا وَّ تَوْفِيْقًا يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ، يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ، فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا يُقَالُ بِاللّٰهِ وَتَاللّٰهِ وَوَ اللّٰهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللّٰهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلاَ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللّٰهِ

১৬৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে হলফ নেওয়া হবে? মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারপর তারা আপনার নিকট এসে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাই না (৪ ঃ ৬২)।

তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত (৯ ঃ ৫৬)।

তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র শপথ করে (৯ ঃ ৬২)।

তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য (৫ ঃ ১০৭)। কসম করার জন্য ব্যবহৃত হয় بِاللّٰهِ و تَاللّٰهِ ও وَاللّٰهِ নবী (সা.) বলেন, আর যে ব্যক্তি আসরের পর আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো নামে শপথ করা যাবে না।

banglainternet.com

٢٤٩٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ اَبِيْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُهُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّ عَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكٰوةَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ

২৪৯৯ ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).... তালহা ইবন উবাদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে ইসলাম (এর করণীয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। সে বলল, আমার উপর আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই। তবে নফল হিসাবে পড়তে পার। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আর রমাযান মাসের সিয়াম। সে জিজ্ঞাসা করল, আমার উপর এ ছাড়া আরও কি ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই। তবে নফল হিসাবে (সিয়াম) পালন করতে পার। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যাকাতের কথাও বললেন; সে জানতে চাইল, আমার উপর এ ছাড়া আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই; তবে নফল হিসাবে (সাদকা) করতে পার। তারপর লোকটি এই বলে প্রস্থান করল, আল্লাহ্র কসম! এতে আমি কোন কম-বেশী করব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সত্য বলে থাকলে সে সফল হয়ে গেল।

٢٥٠٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ

২৫০০ মূসা ইবন ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কারও হলফ করতে হলে সে যেন আল্লাহ্র নামেই হলফ করে, নতুবা চুপ করে থাকে।

١٦٦٨. بَابُ مَنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِيْنِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَقَالَ طَاؤُسٌ وَاِبْرَاهِيْمُ وَشُرَيْحٌ اَلْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ اَحَقُّ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ

১৬৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ (বিবাদী) হলফ করার পর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রমাণ উপস্থিত করার ব্যাপারে অপরের চেয়ে বেশী বাকপটু। তাউস, ইবরাহীম ও শুরাইহ (র.) বলেন, মিথ্যা হলফের চেয়ে সত্য সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য।

٢٥٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَاْخُذْهَا

২৫০১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার কাছে মামলা-মোকাদ্দমা নিয়ে আস। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রতিপক্ষের তুলনায় প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ করার ব্যাপারে অধিক বাকপটু। তবে যেনে রেখ, বাকপটুতার কারণে যার অনুকূলে আমি তার ভাইয়ের প্রাপ্য হক ফায়সালা করে দেই, তার জন্য আসলে আমি জাহান্নামের অংশ নির্ধারণ করে দেই। কাজেই, সে যেন তা গ্রহণ না করে।

١٦٧٠. بَابُ مَنْ اَمَرَ بِاِنْجَازِ الْوَعْدِ وَ فَعَلَهُ الْحَسَنُ، وَ ذَكَرَ اِسْمٰعِيْلَ بِاَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ قَضَى ابْنُ الْاَشْوَعِ بِالْوَعْدِ وَذَكَرَ ذٰلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَ قَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ وَ عَدَنِيْ فَوَفَى لِيْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَاَيْتُ اِسْحٰقَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيْثِ ابْنِ اَشْوَعَ

১৬৭০. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াদা পূরণ করার নির্দেশ দান। হাসান বসরী (র.) এরূপ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈল (আ.)-এর উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে, তিনি ওয়াদা পূরণে একনিষ্ঠ ছিলেন। (কূফার কাযী) ইব্ন আশওয়া (র.) ওয়াদা পূরণের রায় ঘোষণা করেছেন। সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ-কে তাঁর এক জামাতা সম্পর্কে বলতে শুনেছি, "সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেছে।" আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন,

banglainternet.com

ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমকে আমি ইব্ন আশওয়া (র.) -এর হাদীস প্রমাণরূপে পেশ করতে দেখেছি।

٢٥٠٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَاَلْتُكَ مَاذَا يَاْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ اَمَرَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ قَالَ وَهٰذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ

২৫০২ ইবরাহীম ইবন হামযা (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (রোম সম্রাট) হেরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি (নবী ﷺ) তোমাদের কি কি আদেশ করেন? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদেরকে সালাতের, সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, ওয়াদা পূরণের ও আমানত আদায়ের আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এটাই (অবশ্যই) নবীগণের সিফাত (গুণাবলী)।

٢٥٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ اَبِيْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ

২৫০৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি–বলতে গেলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে (তাতে) খিয়ানত কর, আর ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

٢٥٠٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ اَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ اَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَاْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعْطِيَنِيْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِيْ يَدِيْ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ

banglainternet.com

২৫০৪ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা.)-এর কাছে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নিয়োগকৃত বাহরাইনের শাসক) 'আলা ইব্‌ন হাযরামীর পক্ষ থেকে মালপত্র এসে পৌঁছল। তখন আবূ বকর (রা.) ঘোষণা করলেন, নবী ﷺ-এর যিম্মায় কারো কোন ঋণ (পাওনা) থাকলে কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা থাকলে সে যেন আমাদের কাছে এসে তা নিয়ে যায়। জাবির (রা.) বলেন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ দান করার ওয়াদা করেছিলেন। জাবির (রা.) তার দু'হাত তিনবার ছড়িয়ে দেখালেন। জাবির (রা.) বলেন, তখন তিনি (আবূ বকর) (রা.) আমার দু'হাতে গুণে গুণে পাঁচ শ' দিলেন, আবার পাঁচ শ' দিলেন, আবার পাঁচ শ' দিলেন।

٢٥٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْاَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلَنِىْ يَهُوْدِىٌّ مِنْ اَهْلِ الْحِيْرَةِ اَىَّ الْاَجَلَيْنِ قَضٰى مُوْسٰى قُلْتُ لاَ اَدْرِىْ حَتّٰى اَقْدَمَ عَلٰى حَبْرِ الْعَرَبِ فَاَسْاَلَهُ، فَقَدِمْتُ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضٰى اَكْثَرَهُمَا وَاَطْيَبَهُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ فَعَلَ

২৫০৫ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহীম (র.).... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হীরাতের জনৈক ইয়াহূদী আমাকে প্রশ্ন করল, দুই মুদ্দতের কোনটি মূসা (আ.) পূর্ণ করেছিলেন? আমি বললাম, আরবের কোন জ্ঞানীর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি বলতে পারব না। পরে ইব্‌ন আব্বাসের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মূসা (আ.) দীর্ঘতর ও উত্তম সময় সীমাই পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যা বলেন, তা করেন।

١٦٧١. بَابٌ لاَ يُسْاَلُ اَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَ غَيْرِهَا ، وَ قَالَ الشَّعْبِىُّ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ اَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ الْاٰيَةَ

১৬৭১. পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষী ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুশরিকদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। ইমাম শা'বী (র.) বলেন, এক ধর্মাবলম্বীর সাক্ষ্য অন্য ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তাই আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক করেছি। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা আহলি কিতাবদের সত্যবাদীও মনে করো না আবার মিথ্যাবাদীও মনে করো না। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

বরং তোমরা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে ২ ঃ ৩৬।

٢٥٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ وكِتَابُكُمُ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلٰى نَبِيِّهِ اَحْدَثُ الْاَخْبَارِ بِاللّٰهِ تَقْرَؤُنَهُ لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللّٰهُ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْا مَاكَتَبَ اللّٰهُ وَغَيَّرُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً اَفَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ

২৫০৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! কি করে তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট জিজ্ঞাসা কর? অথচ আল্লাহ্ তাঁর নবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহ্ সম্পর্কিত নবতর তথ্য সম্বলিত, যা তোমরা তিলাওয়াত করছ এবং যার মধ্যে মিথ্যার কোন সংমিশ্রণ নেই। তদুপরি আল্লাহ্ তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহ্ যা লিখে দিয়েছিলেন, তা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করে তা দিয়ে তুচ্ছ মূল্যের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। তোমাদেরকে প্রদত্ত মহাজ্ঞান কি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তোমাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারে না ? আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের একজনকেও আমি কখনো তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে দেখিনি।

١٦٧٢. بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلاَتِ وَقَوْلِهِ : اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِقْتَرَعُوْا فَجَرَتِ الْاَقْلاَمُ مَعَ الْجِرْيَةِ وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ وَقَوْلِهِ فَسَاهَمَ اَقْرَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ يَعْنِيْ مِنَ الْمَسْهُوْمِيْنَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ فَاَسْرَعُوْا فَاَمَرَ اَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ اَيُّهُمْ يَحْلِفُ

banglainternet.com

১৬৭২. পরিচ্ছেদ ঃ জটিল বিষয়ে কুর'আর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে? (৬ ঃ ৪৪) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, তারা (কলম নিক্ষেপের মাধ্যমে)

কুর'আর ব্যবস্থা করল, তখন তাদের সবার কলম স্রোতের সাথে ভেসে গেল। শুধু যাকারিয়ার কলম স্রোতের মুখেও ভেসে রইল। তাই তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন। (ইউনুস আ সম্পর্কে) আল্লাহ্ তাআলা বাণী ঃ فَسَاهَمَ এর অর্থ হলো اَقْرَعَ কুরআ নিক্ষেপ করল। আর فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ এরপর তিনি পরাভূত হলেন। (৩৭ ঃ ১৪১)। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী ﷺ একদল লোককে হলফ করার নির্দেশ দিলেন। তারা কে আগে হলফ করবে তাই নিয়ে তাড়াহুড়া শুরু করল। তখন কুর'আর মাধ্যমে কে হলফ করবে তা নির্ধারণের নির্দেশ দিলেন।

٢٥٠٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى الشَّعْبِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّوْنَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ اَعْلاَهَا فَتَاَذَّوْا بِهِ فَاَخَذَ فَاْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلاَ بُدَّ لِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ

২৫০৭ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র.)..... নু'মান ইব্ন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা এবং তা লংঘনকারী ব্যক্তির উপমা হল সেই যাত্রীদল, যারা কুর'আর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। ফলে কারো স্থান হল এর নীচতলায় আর কারও হল উপরতলায়। যারা নীচতলায় ছিল তারা পানি নিয়ে উপ'র তালা লোকদের কাছ দিয়ে আসত। এতে তারা বিরক্তি প্রকাশ করল। তখন এক লোক কুড়াল নিয়ে নৌযানের নীচের অংশে ফুটো করতে লেগে গেল। এ দেখে উপর তলার লোকজন তাকে এসে জিজ্ঞাসা করল তোমার হয়েছে কি? সে বলল, আমাদের কারণে তোমরা কষ্ট পেয়েছ। অথচ আমারও পানি প্রয়োজন আছে। এ মুহূর্তে তারা যদি এর দু'হাত চেপে ধরে তাহলে তাকে যেমন রক্ষা করা হল তেমনি নিজেদেরও রক্ষা হল। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে তাকে ধ্বংস করা হল এবং নিজেদেরও ধ্বংস করা হল।

banglainternet.com

٢٥٠٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ اُمَّ الْعَلاَءِ امْرَاَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِىْ

السُّكْنٰى حِيْنَ اَقْرَعَتِ الْاَنْصَارُ سُكْنٰى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اُمُّ الْعَلَاءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فَاشْتَكٰى فَمَرَّضْنَاهُ حَتّٰى اِذَا تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِيْ ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَاالسَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ فَقُلْتُ لَا اَدْرِيْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللّٰهِ الْيَقِيْنُ وَاِنِّي لَاَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِهٖ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَا اُزَكِّيْ اَحَدًا بَعْدَهُ اَبَدًا وَاَحْزَنَنِيْ ذٰلِكَ قَالَتْ فَنِمْتُ فَاُرِيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِيْ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ

২৫০৮ আবুল ইয়ামান (র.)....উম্মুল আলা (রা.) নাম্নী একজন আনসারী মহিলা যিনি নবী ﷺ-এর (হাতে) বায়আত হয়েছিলেন, তিনি বলেন, মুহাজিরদের বাসস্থান দানের জন্য আনসারগণ যখন কুর'আ নিক্ষেপ করলেন, তখন তাদের ভাগে উসমান ইব্ন মাযউনের জন্য বাসস্থান দান নির্ধারিত হল। উম্মুল আলা (রা.) বলেন, সেই থেকে উসমান ইব্ন মাযউন (রা.) আমাদের এখানে বসবাস করতে থাকেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করলাম। পরে তিনি যখন মারা গেলেন এবং আমরা তাকে কাফন পরালাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এখানে আসলেন। আমি (উসমান ইব্ন মাযউনকে লক্ষ্য করে) বললাম, হে আবূ সায়িব! তোমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। তোমার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্ তোমাকে অবশ্য মর্যাদা দান করেছেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমাকে কে জানাল যে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দান করেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি জানি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্র কসম। উসমানের কাছে তো মৃত্যু এসে গেছে, আমি তো তার জন্য কল্যাণের আশা করি। আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না তার সাথে কি আচরণ করা হবে। তিনি (উম্মুল আলা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, একথার পরে কখনো আমি কাউকে পূত-পবিত্র বর্ণনা করি না। সে কথা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তিনি বলেন, পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, উসমান (ইব্ন মাযউন রা.)-এর জন্য একটা প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে সে খবর জানালাম। তিনি বলেন, সেটা হচ্ছে তার নেক আমল।

banglainternet.com

٢٥٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ

بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৫০৯ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের ইরাদা করলে তাঁর স্ত্রীদের মাঝে কুর'আ নিক্ষেপ করতেন, যার নাম বের হত। তাকে সাথে নিয়েই তিনি সফরে বের হতেন। আর তিনি স্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্যই দিন রাত বণ্টন করতেন। তবে সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.) তাঁর ভাগের দিনরাত নবী ﷺ -এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা)-কে দান করে দিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করেছিলেন।

٢٥١٠ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

২৫১০ ইসমাঈল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আযান ও প্রথম কাতারের মর্যাদা মানুষ যদি জানত আর (প্রতিযোগিতার কারণে) কুর'আ নিক্ষেপ ছাড়া সে সুযোগ তারা না পেত, তাহলে কুর'আ নিক্ষেপ করত, তেমনি আগেভাগে জামা'আতে শরীক হওয়ার মর্যাদা যদি তারা জানত তাহলে তারা সেদিকে ছুটে যেত। অনুরূপভাবে ঈশা ও ফজরের জামা'আতে শরীক হওয়ার মর্যাদা যদি তারা জানত তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা তাতে হাযির হত।

ইফাবা—২০০২-২০০৩—প/৬৭৫৯(উ)—৭,২৫০
banglainternet.com